

সিভিক ভলান্টিয়ারদের গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা ঠিক কী? মঙ্গলবার এই প্রশ্নই তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মাস্তা। আজ একটি মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চান রাজ্যের কাছে। এমনকী বিষয়টি নিয়ে একটি বিস্তারিত গাইডলাইন তৈরি করারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। আর এই গাইডলাইন তৈরি করতে হবে রাজা পুলিশের আইজি–কে। আগামী ২৯ মার্চ তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে বিস্তারিত গাইডলাইন জমা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে রাজ্যের কাছে কলকাতা হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সিভিক ভলান্টিয়ারদেরা কী ভূমিকা রয়েছে? কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় সিভিক ভলান্টিয়ারদের? রাজ্যের পক্ষ

থেকে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। আর তখনই বিস্তারিত গাইডলাইন তৈরি করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। সম্প্রতি সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বড় প্রস্তাব দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এই সিভিক ভলান্টিয়াররা ভাল কাজ করলে পদোন্নতি করে কনস্টেবল করা হবে। এই চিন্তাভাবনা রয়েছে নবাবের। তারপর আদালত যা নির্দেশ দিল সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্যদিকে কয়েকদিন আগে এক যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সরশুনা থানার নাম জড়িয়ে যায়। ওই যুবকের পরিবারের অভিযোগ, দু জন সিভিক ভলান্টিয়ার ওই যুবককে তুলে নিয়ে যায় তবে সঙ্গে পুলিশও ছিল। যদিও তার পর আর ওই যুবককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখনই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পরিবার। আবার আদালতে নিহত আনিস

খানের প্রসঙ্গ ওঠে। সেখানেও সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সবকিছু শুনেই মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মাস্তা।

এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের কনস্টেবল পদে নিয়োগ করার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবাবের প্রশাসনিক বৈঠকে এই বিষয়ে প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন বিরোধীরা।

এই পদোন্নতির আদতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে টোপ বলেই মনে করছে বাম–সহ বিরোধীরা। বাংলায় কয়েক হাজার যুবক সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেন। তবে কাদের এই পদোন্নতি হবে সেটা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করবে স্বরাষ্ট্রদফতর। সেই রিপোর্টের উপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে।

অবশেষে সেই দুটি স্কুলে চালু মিড–ডে মিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সংবাদ মাধ্যমে খবর হতেই রাতারাতি নড়েচড়ে বসল স্কুল কর্তৃপক্ষ। বাঁকুড়া শহরের দুটি স্কুলের অবশেষে চালু হল মিড–ডে মিল। রাঁধুনিদের দাবিমতো বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাঁকুড়া শহরের বাগদীপাড়া ইন্ড্রা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও লালবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একসময়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৬০–র বেশি। স্কুল পিছু মিড–ডে রান্নার দায়িত্বে ছিলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর

দুই সদস্য। মাসে দেড় হাজার করে বেতন পেতেন ওই দু’জন। কিন্তু এখন দুটি স্কুলেই পড়ুয়াদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে কমেছে। ফলে মিড–ডে মিলের রাঁধুনির সংখ্যাও দুই থেকে কমিয়ে এক করে দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই ঘট ঘট বিপত্তি। সরকারি বরাদ্দ মাসে দেড় হাজার টাকা। অথচ স্কুলের মিড–ডে রান্না করছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩ সদস্য! শুধু তাই নয়, দেড় হাজার টাকাই ভাগ করে নিতে হচ্ছে তাঁদের। কিন্তু মাত্র পাঁচশো টাকায় রান্নার কাজ করতে রাজি

নন মহিলারা। ফলে একমাস ধরে মিড–ডে মিল বন্ধ ছিল দুটি স্কুলেই। প্রতিবাদে স্কুল বেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন অভিভাবকরা। সংবাদ মাধ্যমে খবর হওয়ার পর নড়েচড়ে স্থানীয় প্রশাসন। স্কুলে যান বাঁকুড়া পুরসভার স্যোমরম্যান। রাঁধুনিদের সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পাঁচশো টাকা নয়, দুটি স্কুলেই মিড–ডে মিল রান্নার জন্য মাসে হাজার টাকা করে দেওয়া হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। এরপরই সমস্যা মেটে।

স্কুলে ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ, গ্রেফতার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা : গাজলের একটি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যেই নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তিন যুবকের বিরুদ্ধে। মালদহের গাজল থানা এলাকার ঘটনা। ইতিমধ্যেই ওই তিন যুবকের বিরুদ্ধে গাজল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তিন জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, সদস্যদের ডেকে পাঠানো হয়। ঘটনাটি ১৮ মার্চের। নির্খাতিতা

বিদ্যালয়ের ছাত্রী । তাকে স্কুলের দোতলার রুমে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁরা আরও জানায়, শনিবার নাবালিকা সকাল ১০টা নাগাদ স্কুলে যায়।

তারপর দুপুর ১২টা নাগাদ সে স্কুলের মধ্যে কান্নাকাটি করলে, স্কুল থেকে পরিবারের সদস্যদের ডেকে পাঠানো হয়। তখনই স্কুলের আরও কয়েকজন

ছাত্রী নির্খাতিতার পরিবারকে গোটা ঘটনা জানায়। নির্খাতিতার পরিবারের তরফে সোমবার গাজল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরিবারের অভিযোগে ভিত্তিতে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, আইপিসি ধারায় মামলার রঞ্জু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা : পথ দুর্ঘটনা। লরির ধাক্কায় মৃত্যু দু’জনের। ঘটনাটি ঘটেছে ওওর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী থানার অন্তর্গত টুঙ্গিদিঘী এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার জেরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি।

ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় করণদিঘী থানার পুলিশ। তবে ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে করনদিঘী থানার পুলিশ। একজন মৃতের পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, সোমবার রাত ৯টা নাগাদ টুঙ্গিদিঘী জাতীয় সড়কে উপর দিয়ে সাইকেল নিয়ে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন দু’জন।

পিছন দিক থেকে আসা একটি লরি তাঁদের ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ওই দু’জন সাইকেল আরোহীরা পরিবারের দাবি, প্রশাসনের কাছে আবেদন রাস্তার ফুটপাথের উপর রাখা এই ইট, বালি তাড়াতাড়ি স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করা হোক। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত একজনের বাড়ি টুঙ্গিদিঘীর পার্শ্ববর্তী জোলকা সাদিপুর গ্রামে। তবে অন্য জনের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে করণদিঘী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। তবে ঘটনায় ঘাতক লরিটি পলাতক।



মঙ্গলবার কলকাতায় উইমেন খ্রিস্টান কলেজের পড়ুয়ারা ক্লাসরুমের দেওয়ালে পরিবেশ রক্ষায় আদিবাসী সংস্কৃতির ছাপ রেখে আলপনা আঁকছেন।

 ফটো : কালান্তর

ঝাড়গ্রামে তিনদিনে হাতির হানায় মৃত ৪, তছনছ ঘরবাড়িও

নিজস্ব সংবাদদাতা : হাতির হামলায় একদিনে মৃত্যু ২ জনের। গত তিন দিন ধরে হাতির আক্রমণে ঝাড়গ্রাম জেলার তিনটি ব্লকে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এমনকি হাতির হামলাতে এলাকার ছয়টি বাড়ি ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে। তাই গোটা ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে হাতির হামলায় আতঙ্কে এলাকাবাসীরা। সোমবার রাত ৯টা নাগাদ প্রথমে হাতি হামলা চালায় ঝাড়গাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া এলাকায়। সেই এলাকারই এক যুবক হাতির হামলায় মারা যান। জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম সুজিত মাহাতা। ঝাড়গ্রাম ব্লকের দুধকুন্ডি অঞ্চলের ইন্দখাড়া গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার রাতে কাজ সেরে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলো সে। তখনই রাস্তায় তাঁর উপর হাতি হামলা

করে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া এলাকায় দুটি হাতি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যার ফলে সোমবার রাতে হাতির হামলায় ওই যুবকের মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে। ওই ঘটনার ফলে এলাকা জুড়ে হাতির হামলার আশঙ্কাও ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘটনা রেস কাটতে না কাটতে সেই রাতেই প্রায় ১০টা নাগাদ ঝাড়গ্রাম ব্লকের বালিয়া গ্রামে খাবারের সন্ধানে পাঁচটি হাতি তাণ্ডব শুরু করে।

সেই সময় বাড়ির উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রায় ৬৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা নমিতা মাহাতা। বৃদ্ধাকে আছাড় মেরে পা দিয়ে পিয়ে দেয় হাতির দলটি। পরে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। চোখের সামনে বৃদ্ধার মৃত্যু দেখে

রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গোটা বালিয়া গ্রামের বাসিন্দারা। আরেকটি হাতির দল বেলতলা এলাকায় খাবারের খোঁজে দোকানে তাণ্ডব চালায় দোকানের দরজা ভেঙে সাবার করে আলু সহ খাবারের নানা জিনিস। রবিবার সকালে নয়গ্রাম ব্লকের নিগুই জঙ্গলে ২৪ বছর বয়সী দময়ন্তী মাহাতো নামে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। কিছু ঘন্টার ব্যবধানেই রবিবার রাতে হাতির হামলায় আহত সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরি ঘোড়াপাড়ার বাসিন্দা জিতু হেমরমের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয়। হাতির হামলায় পর পর মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত ঝাড়গ্রাম জেলায়। তবে এই গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই বন দফতরকে জানানো হয়েছে।

কেশবচন্দ্র স্ট্রিটের সংঘর্ষে গ্রেফতার ২

স্টাফ রিপোর্টার : আমহাস্ট স্ট্রিট থানা এলাকায় কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিটে গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ শাহিদ ও মহম্মদ মাসুম রাজা। ঘটনায় অভিযুক্ত বাকিদের খোঁজ চলছে।

এলাকায় মঙ্গলবারও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। রবিবার একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় এলাকা। রাস্তার একাংশ বন্ধ করে অনুষ্ঠান করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মত্ত অবস্থায় একদল বাইক–আরোহী ওই জায়গা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

এ নিয়ে স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে বসচা হয়। এর পর ওই বাইক–আরোহীরা প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ লোক নিয়ে এসে হামলা চালান। ভাঙচুর করেন। মহিলাদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে প্রথমে আসে আমহাস্ট স্ট্রিট, জোড়াবাগান–সহ কয়েকটি থানার পুলিশ। এলাকায় নামানো হয় র‍্যাক। তার পরেও পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না আসায় লালবাজার থেকে বিশাল বাহিনী আসে। গভীর রাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।

ফর্ম ফিলআপ পর্যন্ত না করেই চাকরি পুরসভায়, কেরামতি অয়নের

স্টাফ রিপোর্টার : ফর্ম না ভরেও চাকরি! শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি জানা গিয়েছিল অনেকে সাাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পান। এবার পুরসভাগুলোর নিয়োগ নিয়ে উঠে এসেছে আরও বিক্ষোভক তথ্য। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ দেওয়া তো দূর, অনেকে চাকরির আবেদনপত্রটুকুও পূরণ না করেই পুরসভার চাকরি পেয়ে গিয়েছে। ইডি সূত্রের দাবি, পুরসভারগুলোর তরফে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দায়িত্বে ছিল অয়ন শীলের সংস্থা। নিয়োগের জন্য আবেদন সংক্রান্ত ফর্ম তৈরি থেকে প্রশুপত্র তৈরি, ওএমআর শিট তৈরি সবটাই করত অয়নের সংস্থা। ফলে টাকার বিনিময়ে এজেন্ট, কিছু পুরক্ষী বা আধিকারিকের মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা হাতে পাওয়ার পর সেই তালিকা দিয়ে অয়নের সংস্থা–ই সেই সব চাকরিপ্রার্থীদের অনেকের হয়ে ফর্ম পূরণ করা থেকে উত্তরপত্র তৈরি সবটাই করে দিতেন। এজেন্ট ছাড়া অয়ন নিজেও সরাসরি টাকা নিয়ে এই চাকরির ব্যবস্থা করতেন।

উল্লেখ্য, তাঁর বাড়ি থেকে শুধুমাত্র এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড–ওএমআর শিটই নয়, উদ্ধার হয়েছে পুরসভা–সহ অন্যান্য বহু দফতরের নিয়োগ সংক্রান্ত নথিও। সল্টলেকে অয়ন শীলের অফিসে তল্লাশি চালিয়েও

পাওয়া গিয়েছে পুরসভায় নিয়োগের ৭০টি নথি। উদ্ধার হয়েছে দমকলে নিয়োগ সংক্রান্ত নথি। প্রভাবশালীদের নির্দেশেই ওইসব কাজ করেছেন অয়ন। এমনটাই মনে করছে ইডি। প্রভাবশালী যোগেই পুরসভায় বিভিন্ন কাজ পেত অয়ন। অয়ন ও তাঁর ক্ত্রীর কোম্পানি ২০১৮–১৯ সালের পুরসভায় নিয়োগ পরীক্ষায় বরাত পায়। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এবার ইডির নজরে অয়ন শীলের বান্ধবী এক রহস্যময় নারীও! তদন্তে উঠে এসেছে, অয়ন শীলের অ্যাকাউন্ট থেকে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা ওই মহিলার অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। আর সেখানেই উঠেছে প্রশ্ন। কী কারণে ওই টাকা ওই মহিলার অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল? তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পেশায় অয়ন শীল একজন প্রোমোটার। অন্তত ৪০ জায়গায় প্রোমোটিং করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, সেই টাকা তিনি পেছেন কোথা থেকে? পাশাপাশি, একজন প্রোমোটারের অফিসে কেন নিয়োগ সংক্রান্ত নথি থাকবে? প্রশ্ন সেখানেও। টানা ৩৭ ঘণ্টা তাঁর সল্টলেকের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি চালানোর পরে রবিবার রাতে গ্রেফতার করা হয় নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত তৃণমূল নেতা শান্তনুর লিঙ্কম্যান অয়ন শীলকে।

অবশেষে অনুরতের ঠিকানা তিহার

নিজস্ব সংবাদদাতা : দিল্লির রাউস এডিনিউ আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে পাঠানো হল বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুরতকে। মঙ্গলবার থেকে দিল্লির তিহার জেলের বাসিন্দা হতে চলেছেন তিনি। তাঁকে ১৩ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গরুপাচারকাণ্ডের তদন্তের গত ৭ মার্চ কেষ্টকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিলেন ইডির গোয়েন্দারা। তার পর থেকে ইডি হেফাজতেই ছিলেন অনুরত মণ্ডল। এই মামলায় গ্রেফতারির পর তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন অনুরতর প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেন ও হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারী। এদিন আদালতে অনুরতকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠানোর আবেদন জানায় ইডি। কিন্তু আদালত ১৩ দিনের জেল হেফাজত মঞ্জুর করে অনুরতকে ৩ মার্চ ফের আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছে। ওই দিন অনুরতর সঙ্গে হাজির করানো হবে তাঁর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিকেও। এদিন আদালতে আসানসোল থেকে নিয়ে আসা ৪টি ব্যাগ কোথায় রাখবেন তা জানতে চান অনুরতর আইনজীবী। কারণ ব্যাগ নিয়ে ঢোকা যাবে না তিহার জেলে। সেই ব্যাগগুলি রাখতে নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করে দেন বিচারক। নিজের গুণ্ধপত্র সঙ্গে রাখার আবেদন জানান অনুরত। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আদালত জানিয়েছে, গ্রেসক্রিপশনে যে গুণ্ধগুলির উল্লেখ রয়েছে শুধুমাত্র সেগুলিই সঙ্গে রাখতে পারবেন অনুরত। চিকিৎসা করাতে পারবেন জেল হাসপাতালে। একই সঙ্গে এদিন আদালতে অনুরত বলেন, তিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা বলতে পারেন না। বিচারক তখন অনুরতর জন্য জেলে দোভাষীর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দোভাষীর সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। এদিন আদালতে প্রবেশের সময় সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি অনুরত মণ্ডল।

সংসদ অভিযান সফল করার ডাক

১ পৃষ্ঠার পর মবলিঞ্চিং–এর শিকার। অনেক অত্যাচার স্লোগে। তাই তাদের অধিকার বুঝে ৩০ মে সংসদ অভিযানকে সফল করেতেই হবে। পথই আমাদের পথ দেখাবে।

এদিনের কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়নের সহসভাপতি মোস্তাফা রহমান। এদিনের সভায় খেতমজুর–দলিতদের জন্য দাবি প্রস্তাব আকারে উত্থাপন করেন পঃ ং রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তপন গাঙ্গুলি। দাবিগুলি হল নারেগাতে বছরে ২০০ দিনের পঞ্চায়েতরাজ গড়েছিল দিতে হবে এবং দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি দলিত–খেতমজুরদের দিতে হবে, সারা দেশে দলিত খেতমজুরদের খুন ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, জলজঞ্জাল–জমি ও অরণ্যের অধিকার আইন সারা দেশে লাগু করতে হবে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে, সারা দেশে সব ধরনের বিভাজন বন্ধ করতে হবে। এদিন শ্রীগঙ্গুলি বলেন, ‘খেতমজুরদের মধ্যে দলিত রয়েছে। তেমনি রয়েছেন আদিবাসী, এসসি, এসটি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এরা গতরখাটা পরিশ্রম করেন। এরাই পৃথিবীকে সৃজলা–লুফলা করেছেন। দেশের মধ্যে এরা সবথেকে নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। আমাদের দেশ ও আমাদের রাজ্যে খুব কঠিন পরিস্থিতি।

এদিন দাবিগুলির সমর্থনে সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি বলেন, খেতমজুর–দলিত কনভেনশন। একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। আমাদের পশ্চিমবাংলায় জাত–পাণ্ডের রাজনীতি ছিল না। এটা ছিল গোরলয়ে। এখন এটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ রাজ্যেও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই লালঝান্ডার লড়াই সবার জন্য। সিপিআই ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ মে সমস্ত গণসংগঠনকে নিয়ে সারা দেশে পদযাত্রা করবে। আমরা গ্রাম–গ্রামাঞ্চলে সবার কাছে পৌঁছাতে চাই।

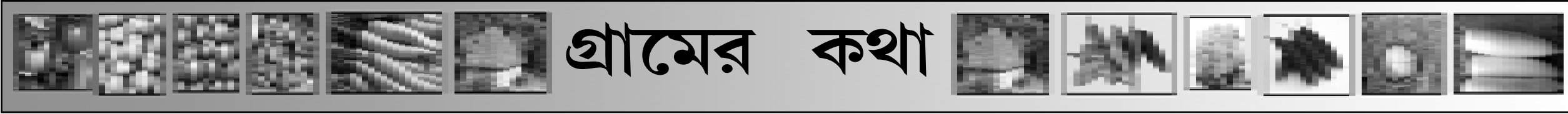
সবার কথা ও সবার সমস্যা শুনতে চাই। শ্রীব্যানার্জি বলেন, দেশের অবস্থা খুব খারাপ। বিজেপি সরকার আমাদের দেশের সব সম্পদ বেঁচে দিচ্ছে জলের দামে। এরা এখন বেচারাম। আদানি–আধানির সম্পদ বেড়েছে ১০০০ গুণ। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, জমি, খাদান, জলজঙ্গল বেচে দিচ্ছে কর্পোরেটকে। জনগণের স্বার্থ বাদ দিয়ে চলছে লুণ্ঠাট। হু হু করে বাড়ছে

জিনিসপত্রের দাম। একটা অরাজক অবস্থা। আবার এ রাজ্যে তৃণমূল একই পথের পথিক। ওরা ডাকাত। তো এরা মহাচোর। মানুষকে পঙ্গু করে দান। আমাদের রাজ্য সরকার দোকান খুলেছে নিয়োগপত্র বিক্রির। রাজ্যটা ঘুরের রাজ্য। যে ধরা পড়ছে তার বিশাল সম্পত্তি। এরা মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দলিত–খেতমজুরদের কথা শুনতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার করেছে। প্রান্তিক চাষী ও খেতমজুররা জমি পেয়েছিলেন। আজ উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। বামফ্রন্ট যে স্বপ্নের পঞ্চায়েতরাজ গড়েছিল আজ তা খতম। এখন ক্ষমতার বিক্ষেপ্তকরণ হয় না। তাই মানুষের অধিকার হরণকারী কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই ফ্যাকিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি রাখতে হবে।

পঃ ং রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়নের সহসম্পাদক সুবীর মুখার্জি বলেন, আমাদের দেশে কারা সভাতার ধারক ও বাহক? এক কথায় বললে বলতে হয় ‘খেতমজুর–দলিত–আদিবাসী ওবিসি। শোক–খুন–দল–মোগল–পাঠান একদেহে হল লীন’। এটাই আমাদের ভারতের মূল সূর। আজকে আমাদের দেশের জিডিপি কমছে কেন? কৃষি–উৎপাদন হচ্ছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে। আর বাড়ছে বিভাজন। আমাদের দাবি–অধিকার আদায়ের পাশাপাশি বিভাজনের বিরুদ্ধে লড়াতে হবে। এদিন বক্তব্য বলেন সিপিআই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলির সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঃ ং রাজ্য খেত মজুর ইউনিয়নের নেতা বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি, মনোরাঞ্জন মণ্ডল, প্রভাস পাত্র ও নীহার মুখা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন আব্দুল কাদের লস্কর। এদিনের কনভেনশনে কয়েক শতাধিক খেতমজুর দলিত অংশগ্রহণ করেন।

১০ জনকে হত্যা

১ পৃষ্ঠার পর পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বস্তি শের খানের এলাকার বাসিন্দা। প্রদেশটির সাবেক মন্ত্রী মুনসিফ খান জাদুনের ছেলে তিনি। আতিক গত বছরের পৌর নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিতবেশে হ্যাভেলিয়ান তহসিল নাজিম হিসেবে নির্বাচিত হন। এই ঘটনায় আতিকসহ নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি পিটিআইয়ের জোষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাওয়াদ চৌধুরী টুইট করে সমবেদনা জানিয়েছেন।



কালবৈশাখীর ভারী বৃষ্টি গভীর ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে গেল

শায়েস্তা খাঁ

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে পুড়ছিল গ্রাম বাংলা। বহুমুখী সমস্যা হাজির হয়েছিল।একটা ভারী বৃষ্টির বড্ড প্রয়োজন ছিল। কালবৈশাখীর হাত ধরেই তা এলো বন্ধে। আর তাতেই বদলে গেল পুরো গ্রামীণ চেহারা। দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে জলস্তর দ্রুত নামছিল। এর ফলে পানীয় জল যেমন সংকটে পড়েছিল, ঠিক তেমনি সেচের জল পেতেও কালখাম ছোটাতে হয়েছে। জলস্তরের

নাগাল পেতে সাবমার্সাল, সিলিভার, সাধারণ টিউবওয়েল খরচ খরচা করে আবার বসাতে বাধ্য হয়েছিলেন কৃষিজীবী মানুষ। এমনকি গভীর নলকূপের মোটর পর্যন্ত পুড়ছিল। গাছগাছালি গুলি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল পিপাসায়। বাগিচা ফসলের ফলগুলি বৃষ্টির অভাবে ঝড়ে পড়ছিল। গাছ হারিয়ে ফেলেছিল তার ফল আটকে রাখার ক্ষমতা। প্রাণিসম্পদ পর্যন্ত জলের অভাবে ভুগছিল। জলস্তর নেমে যাওয়ায়

আর্সেনিক সহ বহু রকম দূষণ বাড়ছিল। জলস্তর নেমে যাওয়ায় বোরো চাষের সেচে ব্যাঘাত নেমে এসেছিল। সংকটের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল বোরো ধান। পুকুর নদী নালা সব শুকিয়ে খা খা করছিল। গ্রাম গঞ্জে সর্বত্রই বিরূপ পরিস্থিতির উৎপাত অসহ্য হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি চলে যাচ্ছিল আয়ত্তের বাইরে।

ঠিক তখন কালবৈশাখীর ভারী বৃষ্টি গভীর ক্ষতে প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে গেল। আলু এবং

পেঁয়াজ তোলার কাজ বহুলাংশ শেষ। এখন মজুদ এবং সংরক্ষণ করার পালা। ফলে কালবৈশাখী তেমন সমস্যা করেনি। মাটিতে রস না থাকায় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন বাগিচা ফসলগুলোর ফুল এবং কুঁড়ি ঝড়ে পড়ছিল। এই বৃষ্টি ফেবিকুইক-এর কাজ করলো। গ্রীষ্মকালীন ফসলগুলোতে বারে বারে সেচ দিতে হচ্ছিল। তবু আশানুরূপ ফুল এবং ফল মিলছিল না। ভারী বৃষ্টি সেই

সমস্যা অনেক অংশে দূরীকরণ

করলো। তবে শিলাবৃষ্টি যেখানে যেখানে হয়েছে সেখানে ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও বাড়বে। আর শিলাবৃষ্টি না হলে গাছ পুষিয়ে দেবে। যে সমস্ত গাছগুলি জলাভাবে হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল তা এখন সবুজ। এখন বাড় বৃদ্ধির পালা শুরু হবে। তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় জনজীবনেও স্বস্তি এসেছে।

ভারী বৃষ্টির জল পেয়ে টিউবওয়েলগুলোতে আসের চেয়ে জল ওঠার পরিমাণ

বেড়েছে। কালবৈশাখীর জল পেয়ে পাট চাষীরাও খুব খুশি। পাট বুননের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও হাতে এখনো এপ্রিলের ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত সময় আছে। তাই বুকে শুনেই পাট বুনতে হবে। এফুনি পাট বুনলে গাছে ফুল চলে আসতে পারে। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি এবং ঠান্ডা गरমে মুরগি সহ বিভিন্ন প্রাণিসম্পদ নানান রোগের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। কালবৈশাখীর ভারী বৃষ্টি সেই সমস্যা মুক্তির পথও

বাতলে দিল। পাটের বিকল্প হিসেবে যারা তিল বুনেছিল বৃষ্টির জল পেয়ে তিল গাছের চেহারাও বদলে গেছে। যে সমস্ত পুকুর খাল বিল নালা-জলাশয়ে জল তলানিতে ঠেকেছিল, কালবৈশাখীর এই ভারি বৃষ্টি 'আমি আছি চিন্তা নেই' তার বার্তা দিয়ে গেল।

দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ সর্বত্রই এই কালবৈশাখীর ভারী বৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও তার সঙ্গে শীলও পড়েছে। সব মিলিয়ে লাভের পরিমাণই বেশি।

তবে প্রকৃতির কাছে বিনীত নিবেদন যা হয়েছে তা সব মিলিয়ে ভালোই হয়েছে। আপনিও সজাগ থাকবেন, এমন কোন ঘটনা ঘটবেন না যেন কালবৈশাখী সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। কৃষকদের, বাগিচা পালকদের সময়টা এমনি-তেই ভালো যাচ্ছে না, আপনার কৃপায় আপাতত তারা বেঁচে গেল, দেখবেন যেন রাজ্যের ৬০ ভাগ কৃষিজীবী মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের লড়াইটা টিকিয়ে রাখতে পারে।

গ্লোবাল মিলেট কনফারেন্স-এর ওয়েব কাস্ট ক্রাইজাফে পর্যবেক্ষক

আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষে ১৮ মার্চ ২০২৩ নয়া দিল্লিতে আয়োজিত গ্লোবাল মিলেট কনফারেন্স এর সরাসরি ওয়েব কাস্ট করা হয়। এই গ্লোবাল মিলেট কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি, কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যেমন উপস্থিত ছিলেন, ঠিক তেমনি তারা মিলেট জাতীয় মোটা দানার ফসল জোয়ার, বাজরা, রাগির পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তার বহুমুখী বিষয়ে তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৭৫ লক্ষেরও বেশি কৃষক এই ভার্চুয়াল সভায় যুক্ত হয়েছেন। মিলেট জাতীয় ফসলের উন্নয়নে এই কার্যক্রমটির নাম রাখা হয়েছে 'শ্রীঅন্ন'। যাকে তিনি ছোট কৃষকদের সমৃদ্ধির প্রতীক বলে উল্লেখ করেন। মিলেট জাতীয় ফসলকে তিনি ব্যয় সাশ্রয়ী, প্রচুর ঔষধি গুণসম্পন্ন, হাই ফাইবার যুক্ত, গ্লুটেন মুক্ত,রোগ পোকা সহনশীল, কেমিক্যাল ফ্রি, ক্লাইমেট চেঞ্জ এর সঙ্গে লড়াইয়ে সক্ষম বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন দেশের ১২ থেকে ১৩টি রাজ্য মিলেটের চাষ হয়। আগে যে পরিমাণ মিলেটের ব্যবহার হতো আজ তার ব্যবহার চার-পাঁচ গুণ বেড়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে মিলেট ক্যাফে, মিলেটের বিভিন্ন রেসিপি, ৩৫টি ফুড আইটেম আজ বাজারে হাজির। পাঁচশোর বেশি স্টার্টআপ, এফপিও, এফ পি সি মিলেটের প্রক্রিয়াকরণে সদা ব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি বলেন সারা বিশ্ব আজ আয়ুর্বেদকে মান্যতা দিয়েছে, ঠিক তেমনি মিলেটের মান্যতাও বাড়ছে বিশ্বজুড়ে।

ন্যাশনাল ফুড বাস্কেটে মিলেটের অনুপাত এখন ৫ থেকে ৬ শতাংশ, তা বৃদ্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি আগামী দিনে মিড ডে মিলেট শ্রীঅন্ন-র ব্যবহারের কথাও ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী দেশে দেশে মিলেট সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলার উপর জোর দেন। এই গ্লোবাল মিলেট কনফারেন্সে বিশেষ ডাক টিকিট, বিশেষ মুদ্রার প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার মিলেট চাষের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের আগামী পরিকল্পনার কথা বলেন। উল্লেখ্য ক্রাইজাফ এর ডাইরেক্টর ড. গৌরাজ কর গ্লোবাল মিলেট কনফারেন্সের নয়া দিল্লির অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। মিলেট লাভজনক, একবার পরীক্ষামূলকভাবে করে দেখতে পারেন

গ্লোবাল মিলেট কনফারেন্সের পর এ বিষয় নিয়ে বীজ দিবসে আলোচনা হয়। আলোচনায় অসীম চক্রবর্তী বলেন জুন জুলাই মাসে জোয়ারের বীজবপন করতে হয়। আলুর মতো ভাটি করে আবার বীজ ছড়িয়ে ও বোনা যায়। সরকার যেহেতু এই ফসলগুলোর এম এস পি আগেই ঘোষণা করে তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে চাষ পরিকল্পনা করা যায়। আলুর মতো বুনলে প্রতিটি সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেন্টিমিটার, আর বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ১৫ সেন্টিমিটার। এই গাছ ১৫ ফিট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তিন মাসের মাথায় গাছে ফুল আসে। চার মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১১০ থেকে ১২০ দিনের মাথায় ফসল সংগ্রহ করা যায়। ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারলে হেক্টরে ৬ টন বীজ পাওয়া যায়। উন্নত

জাতের মিলেট চাষ করলে গাছ থেকে আখের মত ৭০ শতাংশ পর্যন্ত মিষ্টি রস মেলে। গাছও নরম। খেতে অসুবিধা হয় না।

যারা প্রাণিসম্পদ চাষ করেন তাদের ক্ষেত্রেও মেলে উন্নত মানের ফডার। যার পরিমাণ নব্বই টন পর্যন্ত। সাইলেজ হিসেবেও সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা যায়। বীজের দাম বেশি নয়। এক কেজি বীজ কিনতে লাগবে মাত্র ৩০ টাকা। রাসায়নিক সার তেমন লাগে না, খরা, রোদ, বৃষ্টি সহনশীল। তবে গাছের ডগা ফুটো করে দেওয়া পোকা দেখা দিলে কীটনাশক দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মিলেট অত্যন্ত পুষ্টিকর হওয়ায় এবং হাই ফাইবার থাকায়, একই সঙ্গে গ্লুটেন ফ্রি হওয়ায় ডায়াবেটিস, হাই পার টেনশন এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীদের পক্ষে মিলেট অত্যন্ত উপকারী মোটা দানার শস্য। বাজারে এখন মিলেটের আটা সহ প্রক্রিয়াকরণ করে বিভিন্ন রকম ফুড আইটেম হাজির হয়েছে। যার চাহিদা ও দাম ক্রমশ বাড়ছে। এককভাবে করলে বাজারের অসুবিধে হয়তো হবে তাই সেলফ হেল্প গ্রুপের, ফারমার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে চাষ করলে বাজারের সে অসুবিধা থাকে না। যদি উন্নত বাজার না মেলেও সেক্ষেত্রে ফডার হিসেবে বিক্রি করে দিলেও লাভজনক হবে মিলেট জাতীয় ফসল চাষে। আরো বিশদে জানতে আই আই এম ই আর কৃষকের পাশে আছে বলে তিনি জানান। তবে আমাদের রাজ্যের খরা কবলিত জেলাগুলোর অনূর্বর এলাকার জন্য মিলেট একটি উত্তম ফসল হতেই পারে।

বীজ দিবস পালন কেন্দ্রীয় পাট তত্ত্ব অনুসন্ধান সংস্থায় উন্নত প্রজাতির সার্টিফায়েড সিড-ই পারে বেশি ফলন দিতে



ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ — কেন্দ্রীয় পাট ও সমবর্গীয় তত্ত্ব অনুসন্ধান সংস্থা ১৮ মার্চ তাদের নিজস্ব অডিটোরিয়ামে বীজ দিবস পালন করলো। বীজ দিবসে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মুখ্য কৃষি অধিকর্তা নারায়ণ শিকদার পাট চাষের উন্নয়নে ক্রাইজাফ-এর বহুমুখী কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন সমস্ত কিছুই সুরক্ষিত। একমাত্র চাষই নিরাপত্তাহীন। কৃষিজ ফসল উন্মুক্ত অবস্থায় খোলা মাঠে পড়ে থাকে। প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া সব সময় সহ্য করতে হয় চাষকে। ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর কুফলগুলিও ভোগ করতে হয় কৃষিকেই। সমস্ত কিছুকেই সেডের তলায়, তালা দিয়ে সুরক্ষিত করা যায়, কৃষি বাদে। কৃষক বড্ড অসহায়।

তাই কৃষককে অনেক ভাবনা চিন্তা করেই সব সময় এগোতে হয়, হবে। বীজ দিবস প্রসঙ্গে তিনি বলেন একটি ফসলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বীজ। বীজ ভালো হলে তবেই ফসল হবে। এক্ষেত্রে তিনি সব সময় মোড়কে মোরা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নত প্রজাতির সার্টিফায়েড বীজ ব্যবহারের কথা বলেন। একই সঙ্গে বিশেষত পাটের সঙ্গে ইন্টার

ক্রপিং করার কথা বলেন। পাট প্রসঙ্গে তিনি বলেন পাটের বহুমুখী ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। তাই সম্ভাবনা ব্যাপক। কিন্তু কৃষককে যদি লাভ করতে হয় তবে উৎপাদন খরচা কমাতে হবে। তাই পাট চাষে বিশেষত বুননে এবং নিড়ানিতে যে সমস্ত যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে আর ব্যবহার বাড়তে হবে। বাড়তে হবে পাট পচানোর সময় ক্রাইজাফ সোনার মতো জীবাণুর ব্যবহার। এতে সব মিলিয়ে খরচা কমবে, বাড়বে পাটের মান, উৎপাদন। তবেই বাড়বে লাভ। একই সঙ্গে পাটের সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি, এবং সরকারি বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে পাট ক্রয় করার প্রসঙ্গ উঠে আসে সিড্ ডের আলোচনায়।

বীজ দিবসে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সহ কৃষি অধিকর্তা (পাট) দীপক বিশ্বাস বলেন

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পাট চাষে প্রথম সারিতে আছে। এই জেলায় ৩৫০০০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। সেই সোনালী তন্তু চাষ ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর কারণে নানান সমস্যার সম্মুখীন। খরার কারণে সঠিক সময়ে পাট বুনন এবং পাট ভেজানোর ক্ষেত্রে নানান সমস্যা হচ্ছে। আরেকটি বড়

সমস্যা লাভজনক বাজার দর না মেলার সমস্যা। বাজার দর বাড়লে কৃষকদের আগ্রহ বাড়বে, কমলে বাড়বে অনীহা। তারি মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কৃষি দপ্তর পাট চাষীদের উন্নয়নে নানান পরিকল্পনা নিয়েছে। ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি মিশনে প্রত্যেকটি কৃষি উন্নয়ন অধিকরণ থেকে দশ হেক্টর করে প্রথম সারির প্রদর্শন ক্ষেত্র করা হচ্ছে। যে প্রকল্প থেকে পাট চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, অনুখাদ্য, আগাছা নাশক দেওয়া হবে। তাছাড়া জেসিআই এর বিভিন্ন কাউন্টার থেকে বা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি থেকে পঞ্চাশ শতাংশ সাবসিডিতে জেলায় মোট ১০ টন বীজ দেওয়া হবে। তাছাড়া ৪০ টন বীজ ১০৮ টাকা কেজি দরে কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। উন্নত জাতগুলি হল ঋতিকা, সুরেন, সুধাংশু, সমাপ্তি, সৌরভ, জে আর ও এম ইউ ১, জে আর ও এম ১, সিও ৫৮ প্রভৃতি। যে জাতগুলি ক্রাইজাফ দ্বারা পরীক্ষিত, নির্বাচিত। কৃষি আধিকারিকদের পাট চাষীদের প্রতি পরামর্শ বীজ কিনবেন সার্টিফাইড। এনএস সির বীজ সেক্ষেত্রে ভালো। তাছাড়া ক্রাইজাফ থেকে বীজ পেলে

আরও ভালো হয়। তাছাড়া বীজ বুনতে হবে জুট সিডার দিয়ে। এতে বীজ যেমন কম লাগবে তেমনি পরিচর্চা তেও খুব সুবিধা হবে। নেইল উইডার দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ম মেনে রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এবং উন্নতমানের পাট পেতে ১১০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে পাট কাটতে হবে।

পাট ভেজানোর সময় পাটের ওপর মাটি, কলা গাছ দেওয়া যাবে না। ক্রাইজাফ সোনা পাট পচানোর পাউডার ব্যবহার করতে হবে, যা লিকুইড ফর্মেও বাজারে আসতে চলেছে। এছাড়াও সমবেতভাবে পাট চাষের জমির কোনো একাংশে পুকুর কাটার পরামর্শও দেন বিজ্ঞানীরা। কারণ তা শুধু পাট ভেজানোর পক্ষেই নয়, মিশ্র চাষের পক্ষেও তা মডেল হিসেবে কাজ করছে। একই সঙ্গে তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় মিলেট চাষে কৃষকদের পরীক্ষামূলকভাবে নেমে পড়ার পরামর্শ দেন।

বীজ দিবসে ক্রাইজাফ এর ড. সুরত সংপতি, ড. সব্যসাচী মিত্র, অসীম চক্রবর্তী, প্রতীক সত্য, সুনীতিকুমার ঝা, চন্দন সৌরভ কর, পাট উৎপাদনের

বহুমুখী প্রযুক্তিগুলো তুলে ধরেন। সবার আলোচনাতেই ছিল বীজের গুরুত্ব। একই সঙ্গে ছিল পাটের জাত, বীজশোষণ, যন্ত্রের মাধ্যমে বীজ বপন, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, সেখানেও যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করা, পাটের বিভিন্ন প্রকার রোগ পোকা এবং তাদের ব্যবস্থাপনা, পাটকাটা এবং পচানোর উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয়। তবেই পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কমবে খরচা, কৃষকরা লাভবান হবেন। আর লাভ বাড়লেই এলাকা বাড়বে। না হলে যত কিছুই করা যাক তা ব্যর্থ হবে।

উল্লেখ্য আইসিএআর – সি আর আই জে এ এফ (ক্রাইজাফ) হলো দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা পাট চাষের উন্নয়নে বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা পরিচালনা করেন। তাদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতের বীজ দেশ তথা বিদেশে যায়। শুধু তাই নয় পাট চাষের প্রয়োজনীয় বহুমুখী যন্ত্রও তারা আবিষ্কার করেছে। পাট পচানোর ক্ষেত্রে তাদের উদ্ভাবিত জীবাণু পাউডার বা জীবাণু তরল পাট চাষীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। শুধু মিঠা আর তিতা পাট নয় সমবর্গীয় তন্তু ফ্লাপ (তিসি), সিশাল, রেমি, সানহাম, মেন্ডো সহ বিভিন্ন প্রকার তন্তু নিয়ে তারা নিয়মিত গবেষণা করে থাকে। পাট চাষের উন্নয়নে তারাই দেশের একমাত্র কাণ্ডারী। পাট জাত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি তৈরি এবং প্রশিক্ষণেও তারা অগ্রণী। তাদের হাত ধরেই চলে পাট সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্প। আমরা আগামী দিনে সে বিষয়ে আলোকপাত করবো। বীজ দিবসের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড. মানিক লাল রায়।

সংসদ ফের মূলতুবি, অচলাবস্থা কাটাতে অবশেষে সর্বদলীয় বৈঠকের উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : রাহুল গান্ধি এবং আদানি ইস্যুতে শাসক ও বিরোধীদের বিবাদে মঙ্গলবারও সংসদের দুই কক্ষই বেলা দু’টো পর্যন্ত মূলতবি হয়ে যায়। মঙ্গলবার নিয়ে সাত দিন হল সংসদে অচলাবস্থা চলছে। অধিবেশন বসার কিছুক্ষণ পরই মূলতুবি হয়ে যাচ্ছে। তবে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড় এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগী হয়েছেন বলে খবর। দু’জনের অফিস সূত্রে জানানো

হয়েছে, তাঁরা সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে সমস্যার সমাধান চান। তবে বৈঠকের দিন ও সময় এখনও জানানো হয়নি। সর্বদলীয় বৈঠকে অচলাবস্থা কাটবে কিনা তা নিয়ে অবশ্য সংশয় থাকছেই। রাহুল গান্ধির ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে অনড় বিজেপি। লন্ডনে কংগ্রেস সাংসদের গণতন্ত্র বিপন্নতার কথা দেশ বিরোধী উক্তি, দাবি বিজেপির। কংগ্রেসের সাফ কথা, ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই। অন্যদিকে, কংগ্রেস সহ ১৮ বিরোধী দলের দাবি, আদানি

ইস্যুতে সংসদের যৌথ তদন্ত কমিটি গড়তে হবে। বিরোধীরা আজ সংসদ চত্বরে স্টেট ব্যান্ড অফ ইন্ডিয়ার শাখার সামনে বিক্ষোভ দেখান। আদানির কোম্পানিতে এসবিআইয়ের বিপুল আমানত অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলে বিরোধীদের দাবি। সরকার পক্ষের দাবি, সংসদীয় কমিটি গড়ার প্রশ্ন ওঠে না। সুপ্রিম কোর্ট তদন্ত কমিটি গড়েছে। সরকার সেই কমিটির কাছে জবাবদিহি করবে।

কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য’র স্মৃতিচারণায় ইসকাফ

সংবাদদাতা : সদ্য প্রয়াত কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য ও রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্যামল দত্তের স্মরণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল ইসকাফের উদ্যোগে রাজ্য দপ্তরে সোমবার।



গোবিন্দ ভট্টাচার্যর স্মৃতিচারণায় ইসকাফের সদস্যবৃন্দ। ফটো : নিজস্ব

রবীন্দ্রনাথের ‘তুমি রবে নীরবে’ সংগীত দিয়ে সভা শুরু করলেন যতীন চন্দ। পরে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদিকা বন্দনা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন গোবিন্দদা দীর্ঘদিন আর শ্যামল দত্ত মাত্র কয়েকটি বছর মৈত্রী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেও দুজনেই ছিলেন আমাদের কাছে অপরিহায্য। গোবিন্দ দা ছিলেন সাবেক ইসকাস এর সহ– সভাপতি ও সল্টলেক ইসকাস এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক । আর বর্তমানে ইসকাফ এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। মানুষ হিসেবে সহজ সরল মিষ্টভাষী কিন্তু আত্ম প্রচুর বিমুখ এক আদর্শ সংগঠক। আর কবি হিসাবে নবীন কবিদের উন্নয়নে উসাহ দাতা।

স্মৃতিচারণায় অংশগ্রহণ করে বক্তা পার্থ সান্যাল, কমলেন্দু দেবনাথ, সৌতম ঘোষ প্রমুখ বক্তারা তার মধুর স্বভাব, বলিষ্ঠ

বামপন্থী আদর্শ, তার লেখনীর সৌন্দর্য, ভাষার গভীরতার কথা উল্লেখ করেন। সলিল চক্রবর্তী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন গোবিন্দ ভট্টাচার্যের সল্টলেক ইসকাস শাখা গঠনের কথা, যার মধ্য দিয়ে সেই সময় বহু ছেলে মেয়ে সোভিয়েত দেশে যাবার সুযোগ পেয়ে আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। সৌতম ঘোষ বলেন আমরা বর্তমানে গোবিন্দদার মত মানুষজনকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে প্রায় ভুলে গেছি। কিন্তু এখন আমাদের দায়িত্ব তাদের আদর্শ আবার বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা।

গোবিন্দদার কাব্যগ্রন্থের

বিভিন্ন কবিতা পাঠ করে শ্রদ্ধা জানান প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিত চ্যাটার্জি, পার্থ সান্যাল, বিমান গুহ ঠাকুরতা, শ্রীমতি জয়শ্রী দেবনাথ প্রমুখ।

সভাপতির ভাষনে ভানুদের দত্ত বলেন প্রায় পঞ্চাশ বছরের বন্ধুত্বের ছেদ ঘটলো। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা মৈত্রী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করেছি। গোবিন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন সল্টলেক মৈত্রী আন্দোলনের একজন প্রাণপুরুষ। তাই সেখানে যদি আবার নতুন করে ইসকাফ শাখা গড়ে তোলা যায় তাহলে সেটাই হবে কবির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন।

মানবাধিকার নিয়ে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

ভারতে খর্ব নাগরিক অধিকার, স্বাধীনতা নেই সংবাদ মাধ্যমের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : ফের প্রকাশ্যে ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে মার্কিন রিপোর্ট। চাঞ্চল্যকর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে উদ্বেগজনক ভাবে ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে রয়েছে বেআইনি তথা নির্বিচারে হত্যা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি হিংসার ঘটনা।

মোদি সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলে প্রতিবেদনটি প্রকাশ্যে এনেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিন্কেন ।এই প্রতিবেদনে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে বিচারবহির্ভূত হত্যা, অমানবিক নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, পুলিশ ও কারাকর্তাদের দ্বারা অভিযুক্তদের প্রতি অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। এছাড়াও নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং আটক,

রাজনৈতিক বন্দী বা আটক, গোপনীয়তার সঙ্গে স্বেচ্ছাচার বা বেআইনী হস্তক্ষেপ, সহিংসতা বা হিংসার হুমকি, মিডিয়ার স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ, সাংবাদিকদের অযৌক্তিক ভাবে গ্রেপ্তার বা বিচার, তাঁদের কর্মকাণ্ড রুখতে ফৌজদারি মামলা দায়ের ইত্যাদি।এর আগে একই ধরনের মার্কিন রিপোর্টে প্রকাশ্যে আসলে তা অস্বীকার করেছিল মোদি

সরকার। কেন্দ্র দাবি করেছিল, সমস্ত নাগরিকের অধিকার রক্ষায় নির্দিষ্ট আইন রয়েছে ভারতীয় গণতন্ত্রে।

যদিও সাম্প্রতিক রিপোর্ট সেকথা বলছে না। মার্কিন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে ইন্টারনেট স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, বহুক্ষেত্রে শাস্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এমনকী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক

মানবাধিকার সংস্থাগুলিকে হেনস্তা করা হয়েছে।এছাড়াও লিঙ্গ বৈষম্য, যৌন হিংসা, নারী নির্যাতন তথা হত্যার কথা বলা হয়েছে।সম্প্রতি প্রকাশিত ওই রিপোর্টে সব মিলিয়ে ২০২২ সালে ভারতের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এখন দেখার নয়া রিপোর্ট নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া দেয় মোদি সরকার।

নতুন গতি পত্রিকার উদ্যোগে ধুমকেতুর শতবর্ষ পালন

সংবাদদাতা : কাজী নজরুল ইসলাম তার সম্পাদিত ধুমকেতু পত্রিকাতেই প্রথম ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, স্বরাজ টরাজ বুঝিনা ,চাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতাওদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোচকা পুটলি বেঁধে সাগর পাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদেরও এই প্রার্থনা করার ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। ধুমকেতু পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক সভায় এই বক্তব্য রাখলেন সভার সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক



ধুমকেতু পত্রিকা শতবর্ষ পালন ‘নতুন গতি’ পত্রিকার উদ্যোগে।

ফটো : নিজস্ব

ডক্টর কুমারেশ চক্রবর্তী। তিনি আরো বলেন, নজরুলের আগুনে লেখনীতে ইংরেজ শাসক প্রথম থেকেই দগ্ধ হতে শুরু করেছিল

তাই তারা বেশিদিন সহ্য করল না। আগমনীর আগমনে কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই ব্রিটিশ পুলিশ কবি নজরুল ইসলামকে

গ্রেফতার করে। বিচারের প্রহসনে কবির এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। শুধুমাত্র একটি কবিতা লেখার জন্য এমন শাস্তি বিশ্বে আর কোন কবি কখনো পেয়েছেন কিনা জানা নেই।

প্রধান অতিথির ভাষনে নজরুল বিশারদ ডঃ মীরাতুন নাহার নজরুলের নীতি–আদর্শ অনুসরণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমরা প্রকৃত নজরুল চর্চা থেকে পিছিয়ে পড়ছি। নজরুল ভক্তির নামে শুধুমাত্র নিজেদের প্রচার নিয়েই আমরা ব্যস্ত থাকি।

নতুন গতি পত্রিকার উদ্যোগে গত ১৬শে মার্চ উর্দু অ্যাকাডেমী মঞ্চে এই আলোচনা সভার উদ্যোক্তা সম্পাদক এমদাদুল হক

নূর সকলকে স্বাগত জানিয়ে নজরুল সংক্রান্ত তাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন।

নজরুল গবেষক কামারুজ্জামান ধুমকেতু পত্রিকার খুঁটিনাটি বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ ইমামুল হক, ডক্টর তোহিদ হোসেন, সাহিত্যিক আব্দুর রউফ প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন পলাশ চৌধুরী ও মধুবন চক্রবর্তী। কবি সম্মেলনে বিশিষ্ট কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এই সভায় পত্রিকার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট লেখক আলমগীর রাহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাকে মানপত্র তুলে দেন সভাপতি ডঃ কুমারেশ চক্রবর্তী। সঞ্চালনায় ছিলেন মুজতবা আল মামুন ।

পুরোনো পেনশনের দাবিতে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের দাবিকে বেআইনি ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী



কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা পুরনো পেনশন চালুর জন্য ধর্মঘট পালন করল মঙ্গলবার। ফটো : এএনআই

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : মঙ্গলবার দেশের কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কর্মচারী সংগঠনগুলি ধর্মঘট ডাকায়। কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত বিভাগীয় প্রধানদের বলা হয়েছে, মঙ্গলবার অনুপস্থিত কর্মচারীদের কারও ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না। বিনা নোটিসে, উপযুক্ত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত কর্মচারীদের সাজা হিসাবে একদিনের বেতন কেটে নিতে হবে। তাঁদের সার্ভিস বুকে তা শাস্তি হিসাবে উল্লেখ করতে হবে। কর্মচারীদের অধিকার সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা এবং এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের রায় উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমন ধর্মঘট বেআইনি। সরকারি কাজে বিঘ্ন ঘটলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা মঙ্গলবার সারা দেশে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফেরানোর দাবিতে। একাধিক কর্মচারীরা বলা হয়, সে বছর বাজপেয়ী সরকারের হেরে

ধর্মঘটের ডাক দেয়। কর্মচারীদের বক্তব্য, নতুন পেনশন স্কিমে অবসরের পর নামমাত্র টাকা হাতে পাওয়া যাচ্ছে। পুরনো পেনশন ব্যবস্থা না ফেরালে অবসরের পর সরকারি কর্মচারীদের না খেয়ে মরতে হবে। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফিরিয়ে দেবে। কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান এবং ছত্তীসগড় রাজ্য সরকারও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কংগ্রেসের হিমাচলে ক্ষমতায় ফেরার পিছনে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি কাজ করেছে বলে মনে করা হয়। ইতিমধ্যে ওই রাজ্যে তা চালু করে দেওয়া হয়েছে। নতুন পেনশন স্কিম চালু হয়েছিল ২০০৪-এর ১ জানুয়ারি। কেন্দ্রের তৎকালীন অটল বিহারী বাজপেয়ীরা সরকারের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তখনই দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন সরকারি কর্মচারীরা। বলা হয়, সে বছর বাজপেয়ী সরকারের হেরে

যাওয়ার পিছনে সরকারি কর্মচারীদের অসন্তোষ বড় ভূমিকা নিয়েছিল। যা বাড়িয়ে তুলেছিল নতুন পেনশন স্কিমা। এই স্কিমে কর্মচারীদের বেতনের একাংশ কেটে নিয়ে একটি বিশেষ তহবিলে জমা করা হয়। তহবিলের টাকা শেয়ার বাজারে খাটিয়ে প্রাপ্ত অর্থ থেকে পেনশন দেওয়া হয়। যার পরিমাণ সামান্য বলে কর্মচারী সংগঠনগুলির অভিযোগ। পুরনো নিয়মে পেনশনের দায়িত্ব সরকারই বহন করত। সেই নিয়মে পেনশনের পরিমান হয় অবসরের সময় পাওয়া বেতনের অর্ধেকের কাছাকাছি। কর্মচারীরা আপত্তি তুললেও কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল বাদে সব রাজ্য সরকারই নয়া পেনশন স্কিম চালু করে খরচের বোঝা কমাতে।

নতুন করে এই পেনশন স্কিমের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর কারণ, ২০০৪-এ চাকরিতে যোগ দেওয়া কর্মচারীরা অবসর নিতে শুরু করেছেন। দেখা যাচ্ছে, তাঁরা নামমাত্র টাকা পেনশন বাবদ পাচ্ছেন।

ইডির কাছে হাজিরার আগে প্রমাণ দেখালেন কেসিআর–কন্যা কবিতা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় তৃতীয় বার এনফোর্সমেন্টের দফতরে হাজির হওয়ার ঠিক আগে প্রমাণ দেখালেন ভারত রাষ্ট্র সমিতির নেত্রী তথা তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের কন্যা কে কবিতা। ইডির দাবি ছিল, প্রমাণ মুছতে তিনি একাধিক ফোন নষ্ট করেছেন। মঙ্গলবার ইডি দফতরে যাওয়ার আগে হাতের ব্যাগ উঁচিয়ে কবিতা দাবি করেন, ইডি যে ফোন নষ্টের অভিযোগ করছে, সেই ফোন এই ব্যাগে রয়েছে। সোমবার থেকে টানা ইডির জেরায় মুখে পড়ছেন কবিতা। আগে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে ইডি দাবি করেছিল, প্রমাণ মুছতে অন্তত ১০টি ফোন নষ্ট করেছেন কবিতা।

কিন্তু মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইডি দফতরে যাওয়ার সময় সেই কবিতাই সঙ্গে করে নিয়েছেন দু’টি প্লাস্টিকের ব্যাগ। কবিতার দাবি, ওই ব্যাগে ভরা রয়েছে একাধিক ফোন। অর্থা, তিনি যে ফোন নষ্ট করেননি, তার প্রমাণ হাতে নিয়েই ইডির দফতরে চললেন কবিতা। এ নিয়ে তৃতীয় বার কেন্দ্রীয় এজেন্সির



প্রমাণ তুলে দেখালেন বিআরএস নেত্রী কে কবিতা। ফটো : টইটার।

জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়লেন কবিতা।

গত ১১ মার্চ এবং ২০ মার্চ দু’বার তিনি ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছেন। মঙ্গলবার, তাঁকে আবারও তলব করা হল। দিল্লি আবগারি দুর্নীতির মামলায় ইডি এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। তার মধ্যে রয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিঙ্গোদিয়া। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, নয়া আবগারি নীতির মধ্যে দিয়ে তিনি সাউথ লবি’কে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ইডি কথিত এই সাউথ লবি’তে

রয়েছেন, অরবিন্দ ফার্মার শর রেড্ডি, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সাংসদ মাণ্ডনটা শ্রীনিবাসুলুরেড্ডি, তাঁর ছেলে রাঘব মাণ্ডনটা এবং কবিতা। কবিতা অবশ্য তাঁকে ইডির জেরা নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি এবং তাঁর দল গোটা তেলঙ্গানা জুড়ে প্রচার চালাচ্ছে।

বিআরএসের অভিযোগ, তেলঙ্গানা দফতরে লক্ষ্যে বিজেপি কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপব্যবহার করছে। এই অবস্থার মধ্যে তৃতীয় বার ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে নেত্রী কবিতা।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে কর্মরত মাত্র ১১ মহিলা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকে কত শতাংশ মহিলা কর্মরত রয়েছেন? ১৭ মার্চ, সংসদে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ সাইকিয়া। জবাবে, কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে প্রায় ১১ মহিলা কর্মরত রয়েছেন। তিনি বলেন, ২০১১ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের আদমশুমারি অনুসারে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকদফতরে মোট কর্মচারীর সংখ্যা হল ৩০ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৭৮ জন। এর মধ্যে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৩৯ জন মহিলা কর্মচারী। এর অর্থ, কর্মরত আছেন ১০.৯ মহিলা। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে সংসদে মহিলা সদস্যদের সংখ্যা তুলে ধরেন ইরানি। তিনি বলেন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোট ৭২৪ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, এর মধ্যে ৮২ জন জলালভ করেন। অর্থা, লোকসভায় মহিলা সদস্যদের অনুপাত হল ১৫.১২। তিনি আরও জানান, ২০১৪ সালে লোকসভায় মহিলা সদস্যের এই সংখ্যা ছিল ৬৮।

আর, ১৬ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যসভায় মহিলা সাংসদ রয়েছেন ৩৩ জন। এর অর্থ, রাজ্যসভায় মহিলা সদস্যের অনুপাত হল ১৩.৬। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রয়েছেন ১১ জন মহিলা মন্ত্রী। প্রসঙ্গত, সংসদে ৩৩ মহিলা সরকারের দাবি তুলে আসছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু বিলাটি বেশ কয়েকবার উপস্থাপন করা হলেও, হাউসে সেই বিল এখনও পাস হয়নি। প্রধানমন্ত্রী দেবসৌভার মুক্তশ্রুস্ত সরকারের আমল থেকেই এই বিল আটকে ছিল। ২০১৪ সালে লোকসভায় সেই বিল বাতিল হয়ে যায়। পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায়, সংবিধানের ২৪৩ডি অনুচ্ছেদ মোট আসনের ১৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলে। তবে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, কোলা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গানা, ত্রিপুরা, উত্তরাখণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সহ ২১ টি রাজ্য মহিলাদের জন্য ৫০ সংরক্ষণ রয়েছে।

জেলায় জেলায়

কাটমানি ৫০ টাকা

সবুজ সাথীর সাইকেল পেতে স্কুলের নির্দেশ ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সবুজসাথী হারবার দু নম্বর ব্লকের প্রকল্পে সাইকেলের জন্য পড়ুয়া বোর্দনলা বিপিন বিহারী শিক্ষা পিছু ৫০ টাকা করে নেওয়ার সদন স্কুলের। গত শনিবার অভিযোগ উঠল স্কুলের থেকে এই স্কুলে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ সবুজ সাথী সাইকেল দেওয়া পরগনা জেলার ডায়মন্ড চলছে। জানা গিয়েছে, পঞ্চাশ

টাকার বিনিময়ে ২৬ জন এই বিষয়ে ডায়মন্ড প্রাপকের মধ্যে ২৫ জন এই বিষয়ে হারবার দু নম্বর ব্লকের বিভিন্ন সূদীপ্ত অধিকারী জানান, ঘটনাটি নজরে এসেছে খোঁজ নিয়ে দেখছি। এ দিকে, বিজেপির প্রশ্ন যেখানে ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল দেওয়ার কথা, সেখানে কেন সাইকেল পিছু টাকা নেওয়া হচ্ছে স্কুলের পক্ষ থেকে। অপরদিকে, বিজেপির অভিযোগ, কেবলমাত্র বিপিন বিহারী শিক্ষাসদন স্কুল নয়, আশেপাশের বেশ কয়েককটি স্কুলে একই রকম ভাবে কোথাও ৫০, আবার কোথাও ১০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে।

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর
পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ প্রকাশ
দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা
সুনীল মুঙ্গী
তৃতীয় সংস্করণ
দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান
(চতুর্থ খণ্ড)
মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
দাম : ৪৫০.০০

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই			
জীবনী			
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী	ঃ	নিকোলাই ইভানভ	৭০.০০
দর্শন			
দার্শনিক লেনিন	ঃ	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯০.০০
ইতিহাস			
ইতিহাসের ধারা	ঃ	সুশোভন সরকার	৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও রামের অযোধ্যা	ঃ	রামশরণ শর্মা	৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য	ঃ	সুনীল মুঙ্গী	১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা	ঃ		২০০.০০
সাহিত্য			
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি			২৫০.০০
রবীন্দ্র সাহিত্য			
রবীন্দ্র ভাবনা	ঃ	তপতী দাশগুপ্ত	১৫০.০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ	ঃ		
কাব্যগ্রন্থ			
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র	ঃ		২৫০.০০
বিজ্ঞান			
রাসায়নিক মৌল কেমন করে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল	ঃ	ড. ন. ত্রিফোনভ ড. দ. ত্রিফোনভ	২৫০.০০
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান	ঃ	মঞ্জুকুমার মজুমদার, ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)	
CAA, NRC, NPR	ঃ	ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন	
মানছি না	ঃ	ড. বি. কে. কন্দো	
বিজেপির স্বরূপ	ঃ	এ. বি. বর্ধন	
(পরিবর্তিত সংস্করণ)			

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner	Rs. 55.00
Somenath Lahiri Collected Writings : Rise of Radicalism in Bengal in the 19th Century : Satyendranath Pal	Rs. 15.00
Peasant Movement in India	Rs. 190.00
19th-20th Centuries : Sunil Sen	Rs. 90.00
Political Movement in Murshidabad	
1920-1947 : Bishan Kr. Gupta	Rs. 85.00
Forests and Tribals : N. G. Basu	Rs. 70.00
Essays on Indology	
Birth Centenary tribute to Mahapandita Rahula Sankrityayana :	
Editor. Alaka Chattopadhyaya	Rs. 100.00

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

অ্যাডমিট লুকিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে বাধা পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিয়ে তো হয়ে গিয়েছে পরীক্ষা দিয়ে আর কী হবে! অ্যাডমিট কার্ড লুকিয়ে রেখে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় বসতে বাধা দেয় পরিবারের লোকেরাই। সারা বছর অনেক লড়াই, অনেক পরিশ্রমের পথ পেরিয়ে জীবনের অন্যতম বড় পরীক্ষার দিন এল। কিন্তু সমস্ত প্রস্তুতি সারা হওয়ার পরও পরীক্ষার পথে সবথেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালেন তার আপনজনেরাই। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক যে পরীক্ষায় বসতে চেয়ে থানার দ্বারস্থ হতে হল পরীক্ষার্থীকে। পরীক্ষায় বসতে চেয়ে থানার দ্বারস্থ হলেন উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী এক গৃহবধূ। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বাড়ির মূল গেটে তাল দিচ্ছে আটকে রাখা হয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে। পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে অ্যাডমিট কার্ড সহ পরীক্ষার সরঞ্জাম। শ্বশুর বাড়ি থেকে কোনরকমে পালিয়ে এসে, সোজা থানার দ্বারস্থ হন ওই পরীক্ষার্থী। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁর ইংরাজি পরীক্ষায় বসার বন্দোবস্ত করে। জানা গিয়েছে, ফরাক্কান্না থানার বিন্দুগ্রামের ওই পরীক্ষার্থীর নাম সুলতানা খাতুন। বছর কুড়ির সুলতানা খাতুনের বিয়ে হয় বিন্দুগ্রামে বাণ্ডি শেখের সঙ্গে। সুলতানা খাতুন এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে। তার পরীক্ষার সিট পড়েছে নিউ ফরাক্কান্না উচ্চ বিদ্যালয়ে। প্রথম দিন পরীক্ষায় বসেছিল সুলতানা। কিন্তু, তারপরই তাঁর স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনের মত বদলে যায়। তাকে পরীক্ষা বসতে দিতে আপত্তি জানায়। কিন্তু সুলতানা খাতুন পরীক্ষায় বসতে চায়। এই নিয়ে বচসার জেরে তাঁর অ্যাডমিট কার্ড সহ বই লুকিয়ে রাখে তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকজন। এমনকী তাঁকে তাল দিচ্ছে আটকেও রাখা হয় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সকালে কোনওরকমে বাড়ির পাঁচিল টপকে বেরিয়ে সোজা ফরাক্কান্না থানায় পৌঁছায় সুলতানা। পুলিশকে সব কথা খুলে বলতেই এরপর পুলিশই তার পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করে। সুলতানার এই ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আলু জলের তলায়, দূশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে চাষিদের

নিজস্ব সংবাদদাতা : জলের তলায় আলু। দূশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে আলু চাষিদের। আলুর বন্ড নিয়ে হাছাকার আলু চাষিদের মধ্যে। অভিযোগ আলু চাষিরা মূলত বন্ড পাচ্ছেন না। বন্ড পাচ্ছেন একশ্রেণির ব্যবসায়ীরা যাকে ঘিরে জেলা জুড়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন হিমঘরের সামনে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। প্রচুর হিমঘরের প্রয়োজন জানানেন, এগ্নি মার্কেটিং এর জেলা আধিকারিক সুব্রত দে। আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়ে দিয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা সহ কয়েকটি জেলায় ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা। এদিকে শুরু হয়েছে জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। বৃষ্টির ফলে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর, বাহাদুর, বেলাকোবা, বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকা সহ থুপগুড়ি ও বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় আলু জলের তলায় চলে যায়। মাঠেই জলে ডুবে যায় আলু চাষিদের উৎপাদিত আলু। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আলু চাষিদের। আলুর ফলন বেশি অন্যদিকে আলুর সঠিক দাম পাচ্ছেন না কৃষকরা।

‘এলাকা থেকে বিধায়ক দূর হঠো’ পোস্টার ঘিরে শাসকদলের তরজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচিতে যোগ দেবার আগেই তৃণমূল বিধায়কের নাম করে পোস্টার পড়লো, বিধায়ক ‘এলাকা থেকে দূর হঠো’। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার বনপাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়া মিস্ত্রিপাড়া এলাকায়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার পর শাসকদলের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মিস্ত্রিপাড়ার বিভিন্ন এলাকায়, ওই পোস্টারে লেখা হয়েছে, ‘৩৫ টি গরীব পরিবারের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে বড়লোককে বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কার স্বার্থে, বিধায়ক জবাব দিন।’ তারপরই লেখা, ‘মানগোবিন্দ অধিকারী দূর হঠো।’ যদিও ভাতার বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী জানান, ‘আমি পোস্টার দেখিনি তাই বলতে পারব না। মিথ্যা অভিযোগ বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাসুদেব যশ ও মনে করেন এটি মিথ্যা অভিযোগ। যদিও স্থানীয় মানুষের ধারণা শাসকদলের বিধায়ক বিরোধীদের গোষ্ঠীরা এটা করেছেন। তৃণমূল এটা বিরোধীদের ঘাঁড়ে চাপাতে চাইলেও, বিরোধীদের পাল্টা অভিযোগ, বিধায়ক মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। এর সাথে বিরোধীদের কোনও যোগ নেই। এটা সম্পূর্ণভাবেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। জমির দখলদারী নিয়ে কামারপাড়া এলাকার তৃণমূল নেতার সাথে বিধায়ক অনুগামীদের লড়াইয়েরই ফলশ্রুতি এটা। প্রসঙ্গত, সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে পঞ্চায়েত স্তরে বারবার নানা প্রকল্প নিয়ে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। এবার তেমনিই অভিযোগ সম্প্রতি উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় দুই তৃণমূল নেতার নামে পঞ্চায়েতের

একাধিক প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে পোস্টার পড়ে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে তাঁকে হেয় করতই এই পোস্টার দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সুর চড়িয়ে বাম ও কংগ্রেস। রাস্তার ধারের কোনও দেওয়াল নয়, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে এই পোস্টার পড়েছে খোদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রতাপনগর অঞ্চল তৃণমূলের কার্যালয়ে। প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান সদস্য এবং পঞ্চায়েতের পূর্ত দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য সঞ্জয় নন্দর এবং প্রতাপনগর অঞ্চল সভাপতি দিলীপ ঢালি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ না করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। পোস্টারে এমনই অভিযোগ করা হয়েছে। সোনারপুরের প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই পোস্টার ছেয়ে গিয়েছে।

দিদির দূতের পথ রুখে ফ্লোভ

আর্সেনিকমুক্ত জল না পেলে ভোট নয়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দিদির দূত হয়ে গ্রামে ঢুকতেই বিস্ফোডের মুখে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিস্ফোভ দেখান গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা আওয়াজ তোলেন, জল নেই, ভোট নেই। সোমবার কালিয়াচকের খালতিপুরে আর্সেনিকমুক্ত জলের দাবিতে বিস্ফোভ দেখান গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা নিজেরা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, গ্রামে আর্সেনিকমুক্ত জলের ব্যবস্থা না হলে, কোনও রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীকেই গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এরপরই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন গ্রামে আসছেন খবর যায়। অভিযোগ, হাজার মানুষ বসবাস করেন। এলাকার লোকজনের অভিযোগ,

দূষিত জলের কারণে বছরভর গ্রামের মানুষ নানা রোগে ভোগেন। পেটের রোগে প্রাণও যায়। তারপরও কারও কোনও হুঁশ নেই। যদিও দলীয় এক বৈঠকে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, জল নিয়ে সর্বত্রই একটা সমস্যা। শুধু মালদহ বলে নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা এটা। তবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটা বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছবে। বাড়ি বাড়িতে জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তবে এখানে বেহেতু এসেছি, আমরা ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠাব। দেখে যাবেন। বত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল দেওয়ার চেষ্টা করব।

পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে, রাঁধুনিদের বেতন কমায় বন্ধ মিড-ডে মিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে শোচনীয় অবস্থায় নামিয়ে এনেছে রাজ্য সরকার। একদিকে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি চেয়ে পথে আন্দোলন করছেন, অপরদিকে টাকা দিয়ে চাকরি কেনা শিক্ষকদের বরখাস্ত করা, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে লেট তুলে দিয়েছে। বহু স্কুলে শিক্ষক নেই, বা পড়ুয়ার তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অস্বাভাবিক রকমের কম। কোথাও শিক্ষক আছেন, পড়ুয়া সামান্য, বা তলানিতে। বিশিষ্টজনদের অভিযোগ, সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোর প্রতি অভিভাবকদের আস্থা একেবারেই উঠে গেছে। টানাটানির সংসারেও গাঁটের পয়সা খরচ করে বেসরকারি স্কুলে দিচ্ছেন বাচ্চাদের। সন্তানের ভবিষৎ ভেবে। এমনই ব্যাপার সামনে এল বাঁকুড়া। পড়ুয়ার সংখ্যা কমেছে। সঙ্গে রাঁধুনিদের বেতনও! বাঁকুড়া শহরের ২ স্কুলের একমাস ধরে বন্ধ মিড-ডে মিল। কেন এমন পরিস্থিতি? স্কুল ঘেরাও করে বিস্ফোভ দেখালেন অভিভাবকরা। নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বাদ যাননি এসএসসি-র গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরাও। পরিস্থিতি এমনই যে, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে পড়ুয়ারা। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলাতেই এমন প্রায়

আটশোটি সরকারি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে, যে স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০-র নিচে! এবার সেই ঘটনারই প্রভাব পড়ল মিড-ডে মিলে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাঁকুড়া শহরের বাগদীপাড়া ইন্দ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ও লালবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একমাস পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৬০-র বেশি। স্কুল পিছু মিড-ডে রান্নার দায়িত্বে ছিলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দুই সদস্য। মাসে দেড় হাজার করে বেতন করে বেতন পেতেন ওই দু’জন। কিন্তু এখন দুটি স্কুলেই পড়ুয়াদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে কমেছে। ফলে মিড-ডে মিলের রাঁধুনির সংখ্যাও দুই থেকে কমিয়ে এক করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি বরাদ্দ মাসে দেড় হাজার টাকা। অথচ স্কুলের মিড-ডে রান্না করছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩ সদস্য! শুধু তাই নয়, দেড় হাজার টাকাই ভাগ করে নিতে হচ্ছে তাঁদের। কিন্তু মাত্র পাঁচশো টাকায় রান্নার কাজ করতে রাজি নন মহিলারা। ফলে একমাস ধরে মিড-ডে মিল বন্ধ দুটি স্কুলে।

সিকে প্রভাব খাটানোর আহ্বান ইউক্রেনের চিন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা রক্ষায় রাশিয়ার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে

মস্কো, ২১ মার্চ : ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে বৈইজিংকে তাঁর প্রভাব খাটানোর আহ্বান জানিয়েছে ইউক্রেন। সোমবার তিন দিনের মস্কো সফর শুরু করেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। এরপর ইউক্রেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, চীনের প্রেসিডেংট তাঁর মস্কো সফরে যুদ্ধ থামানোর জন্য প্রভাব খাটাবেন, এটাই তাদের প্রত্যাশা।

সি মস্কো পৌঁছানোর পর ইউক্রেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওলেগ নিকোলস্কো বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, চিনের প্রেসিডেন্ট মস্কো সফরের ওপর তীক্ষ্ণভাবে চোখ রাখছে ইউক্রেন। আমরা আশা করি, মস্কোর ওপর বৈইজিং তার প্রভাব খাটিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে বেপরোয়া আগ্রাসন বন্ধ করবে।’ চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের রাশিয়া সফরে ইউক্রেনের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে বৈইজিংয়ের দেওয়া নির্ধারিত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন। গত মাসে চিনের পক্ষ থেকে ১২ দফা শান্তি প্রস্তাব দেওয়া হয়। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে ওই প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও বলেছেন, তিনি চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী। সি তাঁর সফরে জেলেনস্কিকে ফোনকল করতে পারেন।

সোমবার দুপুরে সি চিন পিং



রাশিয়া সফররত চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তাঁকে দেওয়া গার্ড অব অনার পরিদর্শন করছেন। তাঁর পাশে রয়েছেন রুশ উপপ্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি চেরনিশেঙ্কো। সোমবার রাজধানী মস্কোর নুকোভো বিমানবন্দরে ফটো : এএফপি

বিশেষ উড্ডোজাহাজ করে মস্কোর নুকোভো বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি চেরনিশেঙ্কো। রাশিয়ার সংবাদ সংস্থাগুলো জানিয়েছে, বিমানবন্দরে নেমে সি বলেন, এ সফর ফলপ্রসূ হবে এবং চিন-রাশিয়া সম্পর্কের সুস্থ ও স্থিতিশীল উন্নয়নে নতুন গতি দেবে বলে আমি আশ্ববিশ্বাসী। অস্থিরতা ও রূপান্তরের বিশ্বে চিন জাতিসংঘের মূল বিষয়গুলো ধরে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে রক্ষায় রাশিয়ার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে।

সি বলেন, চন ও রাশিয়া

ভালো প্রতিবেশী ও বিশ্বস্ত অংশীদার। এই দুই দেশ একত্রে সত্যিকারের বহুপাক্ষিকতাবাদ রক্ষা করবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জ্বাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।

ইউক্রেন থেকে শিশুদের ধরে অবৈধভাবে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়াসহ দেশটিতে (ইউক্রেন) যুদ্ধাপরাধ করার অভিযোগে পুতিনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর কয়েক দিনের মাথায় সির মস্কো সফরকে সমর্থন হিসেবে দেখছে মস্কো। এদিকে পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার

বিষয়টি পশ্চিমা দেশগুলো যৌক্তিক বললেও চিন তাতে সায় দেয়নি। বৈইজিং সোমবার বলেছে, আইসিসির রাজনীতিকরণ এবং দ্বৈত নীতি এড়িয়ে চলা উচিত। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, রাষ্ট্রপ্রধানদের দায়মুক্তির নীতির বিষয়টিকে সম্পান জানাতে হতো। ইউক্রেন সংঘাতের সমাধান সংলাপ ও আলোচনায় সম্ভব।

ধারণা করা হচ্ছে, সি ও পুতিন চিনের দেওয়া ১২ দফা শান্তিচুক্তি নিয়ে কথা বলবেন। মঙ্গলবার দুই নেতার আলোচনা শুরুর আগে সোমবার তাঁরা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর তাঁরা একত্রে রাতের খাবার খান।

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও স্কুলের বাইরে গুলিতে এক শিক্ষার্থী নিহত
আহত আরেকজন

টেক্সাস, ২১ মার্চ (সিবিএস) : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের আরলিংটন শহরের একটি স্কুলে সোমবার সকালে গুলিবর্দ্ধ হয়ে এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আরেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। পুলিশ বলছে, স্কুলভবনের বাইরে গুলির ওই ঘটনা ঘটেছে। ডালাস ও ফোর্ট ওর্থ শহরের মাঝামাঝি শহর হলো আরলিংটন। আরলিংটন পুলিশ বিভাগ সন্দেহভাজন ওই বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তার করেছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, গুলিতে হতাহত ও হামলাকারী সবাই শিক্ষার্থী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

আরলিংটন পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, লামার হাইস্কুলের বাইরে সোমবার সকাল সাতটার আগে বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ শোনা যায়। স্কুলের ক্লাস শুরু হয় সকাল সাড়ে সাতটার পর। পুলিশ বলেছে, যখন গোলাগুলি হয়েছে, তখনো সব শিক্ষার্থী স্কুলে যাননি। পুলিশ আরও বলেছে, সন্দেহভাজন ওই হামলাকারী স্কুলের ভেতরে ঢুকছেন কি না, তাতে সন্দেহ রয়েছে। পুলিশ হামলাকারীকে ধরে হেফাজতে নিয়েছে।

স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্কুলভবনে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। আরলিংটন পুলিশ বলেছে, সব শিক্ষার্থীকে স্কুলের ভেতরে একটি কক্ষে নিরাপদে রাখা হয়েছে। দুপুরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। পুলিশ আরও বলেছে, লামার হাইস্কুলে আর কোনো হামলার হুমকি নেই। তারপরও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

এবার আইসিসির বিরুদ্ধে রাশিয়ায় মামলা



আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)।

ফটো : রয়টার্স

মস্কো, ২১ মার্চ (রয়টার্স) : যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে রুশ প্রেসিডেন্ট জ্বাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) বিচারক ও প্রসিকিউটরদের নামে ফৌজদারি মামলা করেছে রাশিয়ার তদন্ত কমিটি। সোমবার রাশিয়ার শীর্ষ তদন্ত সংস্থার পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়। মস্কো যে আইসিসির পরোয়ানাকে তোয়াক্কা করে না, তার একটি প্রতীকী পদক্ষেপ রাশিয়ার তদন্ত কমিটির এই মামলা। রাশিয়ায় করা এই মামলায় আইসিসির বিচারক তোমোকো আকানে, রোজারিও সালভাতোরে আইতাল্লা, সার্জিও জেরার্ডো উগালদে মোদিনেজ ও প্রসিকিউটর করিম খানকে আসামি করা হয়েছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় তদন্ত কমিটি

বলেছে, পুতিনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। কারণ, ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রসংঘ কনভেনশনের অধীন রাষ্ট্রপ্রধানেরা পূর্ণ দায়মুক্তি পেয়ে থাকেন। আইসিসির প্রসিকিউটরের পদক্ষেপটিতে রুশ আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো আলামত লক্ষণীয় বলে উল্লেখ করেছে তদন্ত কমিটি। কারণ হিসেবে তদন্ত কমিটি বলেছে, আইসিসি জেনেশুনে একজন নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ এনেছেন।

রাশিয়ার তদন্ত কমিটি বলেছে, আইসিসির প্রসিকিউটর ও বিচারকেরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জটিল করতে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পাওয়া একটি বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে

তারা সন্দেহ করছে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে অভিযান শুরু করে রাশিয়া। ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে শুক্রবার পুতিন ও তাঁর কার্যালয়ের শিশু অধিকার বিষয়ক কমিশনার মারিয়া এলভোভা-বেলোভার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আইসিসি।

ক্রেমলিন ইতিমধ্যে আইসিসির পরোয়ানা জারির বিষয়টিকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করেছে। একই সঙ্গে এই পরোয়ানাকে আইনত অকার্যকর বলে বর্ণনা করেছে তারা। কারণ, আইসিসি গঠনের চুক্তিতে রাশিয়া সই করেনি।

সোমবার মস্কোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রাশিয়া ও ব্যক্তি পুতিনের বিরুদ্ধে আগে থেকেই থাকা স্পষ্ট বৈরিতার চিহ্ন আইসিসির এই পরোয়ানা।

জামিনের পর আবার গ্রেপ্তার হলেন ইমরান খানের আত্মীয়



পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আত্মীয় হাসান খান নিয়াজি। ফটো : ফেসবুক থেকে নেওয়া

ইসলামাবাদ, ২১ মার্চ : মামলা করা হয়েছিল। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আত্মীয় হাসান খান নিয়াজিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার গ্রেপ্তার হওয়ার পর মঙ্গলবার আদালতে তোলা হলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দায়ের করা দুটি মামলায় জামিন পান হাসান খান। ১৮ মার্চ দায়ের করা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী মামলায় তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেন আদালত। এর পর আদালত থেকে বেরিয়ে এলে হাসান খানের বিরুদ্ধে আরোপ করে পুলিশ। হাসান খানের আইনজীবীরা আদালতকে জানিয়েছেন, তাঁকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত শনিবার ব্যাপক হটগোলের মধ্যে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজির হয়েছিলেন ইমরান খান।

তোশাখানা মামলায় ইমরানের বিরুদ্ধে জারি হওয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা স্থগিত করা হয়। এ সময় আদালত চত্বরের বাইরে পুলিশ ও পিটিআই সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ৩০ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন রেখেছেন আদালত। পরবর্তী শুনানির দিন ইমরানকে আবার হাজির হতে আদেশ দেন আদালত। ইমরান খান যখন ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজিরা দিতে যান, তখন লাহোরের জামান পার্কে তাঁর বাসভবনে অভিযান চালায় পাঞ্জাব পুলিশ। বলা হয়, অভিযানে ইমরানের বাসা থেকে অ্যাসল্ট রাইফেল ও বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানকালে সেখানেও ইমরান সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

সি মস্কোয় থাকাকালে আকস্মিক ইউক্রেন সফরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী

টোকিও, ২১ মার্চ (এএফপি) : রাশিয়ার রাজধানী মস্কো সফর করছেন চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। এর মধ্যেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা আকস্মিক সফরে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে যাচ্ছেন। মঙ্গলবার কিয়েভে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো

হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সংহতি ও অটুট সমর্থনের বার্তা নিয়ে কিয়েভে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। সোমবার ভারতে ছিলেন কিশিদা। দিল্লি থেকে টোকিও ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু আকস্মিকভাবে তিনি গন্তব্য বদলে ফেলেন। টোকিও না ফিরে তাঁর উড্ডোজাহাজ পোল্যান্ডে অবতরণ করে। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে সীমান্ত পেরিয়ে ইউক্রেনে যাচ্ছেন তিনি। কিয়েভ সফর শেষে বুধবার পোল্যান্ডে

ফিরতে পারেন ফুমিও কিশিদা। পরদিন বৃহস্পতিবার তাঁর জাপানে ফেরার কথা রয়েছে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইউক্রেন সফরের পর ধনী দেশগুলোর জোট জি-৭-এর নেতা হিসেবে ফুমিও কিশিদা কিয়েভ সফর করছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবারই প্রথম জাপানের কোনো প্রধানমন্ত্রী সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্র সফর করছেন।

জাপানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম এনএইচকেসহ দেশটির সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত-প্রচারিত খবরে একটি ছবি দেখানো হয়েছে। ছবিটি ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী একটি পোলিস শহরে তোলা। ওই ছবিতে একটি প্রাইভেট কারে চড়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে যেতে দেখা যায়।

ধারণা করা হচ্ছে, ফুমিও কিশিদা সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে কিয়েভে রওনা হয়েছেন। গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রুশ অভিযান শুরুর পর থেকে

কিয়েভকে সরাসরি সমর্থন দিয়ে আসছে জাপান। ইউক্রেনের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে টোকিও।

কিয়েভের পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে টোকিও। এদিকে সোমবার মস্কো সফরে গেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। বুধবার পর্যন্ত তাঁর মস্কোয় থাকার কথা রয়েছে। সফরকালে রুশ প্রেসিডেন্ট জ্বাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সি চিন পিং।

চিনের কাছে তেল বিক্রিতে সৌদিকে ছাড়িয়ে গেল রাশিয়া

দোহা, ২১ মার্চ : চিনের কাছে তেল বিক্রিতে সৌদি আরবকে ছাড়িয়ে গেল বছরব্যাপী যুদ্ধের মধ্য থাকা বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি রাশিয়া। এ বছরের প্রথম ২ মাস জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে চিনে ১৫ দশমিক ৬৮ মিলিয়ন টন তেল রপ্তানি করেছে রাশিয়া। এর অর্থ হচ্ছে দিনে রাশিয়া ১৯ লাখ ৪০ হাজার ব্যারেল তেল চিনে পাঠিয়েছে। সোমবার কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে। গত বছরের রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্য যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই নানা নিষেধাজ্ঞার মধ্য পড়ে রাশিয়া। এর মধ্য অন্যতম তেল বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্য রাশিয়া থেকে চিন ও ভারত সবচেয়ে বেশি কম দামে তেল কেনে। ২০২২ সালের একই



এ বছরের প্রথম ২ মাস জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে চিনে ১৫ দশমিক ৬৮ মিলিয়ন টন তেল রপ্তানি করেছে রাশিয়া। ফটো : রয়টার্স

সময়ে রাশিয়া থেকে চিনে প্রতিদিন তেল রপ্তানি করত ১৫ লাখ ৭০ হাজার ব্যারেল। এ হিসাবে গত বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় এ

বছরের প্রথম ২ মাসে চিনে রাশিয়ার তেল রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ২৩ দশমিক ৮ ভাগ। সৌদি আরব থেকে চিন এই ২ মাসে আমদানি করেছে ১৭

লাখ ২০ হাজার ব্যারেল তেল। গত বছরের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে সৌদি আরব থেকে চিন প্রতিদিন ১৮ লাখ ১০ হাজার ব্যারেল তেল আমদানি করেছিল।

গত বছর চিনে তেল সরবরাহকারী দেশ দ্বিতীয় প্রধান দেশ ছিল রাশিয়া। গত বছর রাশিয়া থেকে চিনের তেল রপ্তানি করা হয়েছে ৮৬ দশমিক ২ মিলিয়ন টন। অন্যদিকে, গত বছর সৌদি আরব ছিল চিনের শীর্ষ তেল সরবরাহকারী দেশ। গেল বছর সৌদি আরব ৮৭ দশমিক ৪৯ মিলিয়ন টন তেল সরবরাহ করেছে চিনে। গত বছর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর আমেরিকা এবং পশ্চিমী দেশগুলো মস্কোর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং রাশিয়ার তেলের মূল্য প্রতি ব্যারেল ৬০ ডলার ঠিক করে দেয়। এতে রাশিয়া বিশেষ করে ইউরোপের বাজারে তেল পাঠানো অনেকাংশে কমিয়ে দেয় এবং সেই তেল তুলনামূলক কম দামে চিনের কাছে বিক্রি করে।

ক্যানসার মুক্ত নান্নাতিলোভা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : ক্যানসার মুক্ত মাটিনা নান্নাতিলোভা। পিয়াৰ্প মৰগানের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় এ কথা জানিয়েছেন বাঁ হাতি টেনিস কিংবদন্তি। তাঁর গলা এবং বুকে বাসা বেঁধেছিল ক্যানসার। তিনি বলছেন, আমি যতদূর জানি আমি ক্যানসার মুক্ত।

নান্নাতিলোভা স্বীকার করে নিয়েছেন, যখন তাঁর চিকিৎসা চলছিল সেই সময়ে দন্তক সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রাখেন। ক্যানসারে আক্রান্ত তিনি, তা জানার পরে ভীত হয়ে পড়েন নান্নাতিলোভা। তিনি বলছেন, তিনদিন ধরে আমি ভয়ানক আতঙ্কে ছিলাম। মনে হয়েছিল পরবর্তী ক্রিসমাস হয়তো দেখতে পাবো না। ঢেক প্রজ্ঞাতন্ত্রে জন্ম হয় নান্নাতিলোভার। ১৯৮১ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন তিনি। এর আগেও ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন নান্নাতিলোভা। তবে তা অবশ্য বছর তেরো আগের ঘটনা। সেই সময়ে বুকে ক্যানসারের চিকিৎসা চলছিল নান্নাতিলোভার। তখন অবশ্য

ক্যানসারকে হারান তিনি।

আর এবার গত বছরের নভেম্বর মাসে ডব্লিউটিএ ফাইনালের সময়ে ধরা পড়ে ক্যানসার থাবা বসিয়েছে তাঁর শরীরের। তাঁর ঘাড় ফুলে গিয়েছিল। নান্নাতিলোভা বলছেন, আমি লক্ষ্য করেছিলাম বাঁ দিকের লিম্ফ নোড ফুলে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল এক সপ্তাহ আগে ভাকসিন নেওয়ার জন্যই এভাবে ফুলে গিয়েছে। কিন্তু দু’ সপ্তাহের বেশি সময় হয়ে গেলেও ওই ফোলা কমছিল না। তখন আমি ডাক্তারের কাছে যাই।

নান্নাতিলোভা নিজের অসুস্থতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। কিংবদন্তি টেনিস খেলোয়াড় বলেন, জীবন খুব কঠিন ছিল। প্রথম সপ্তাহে কেমো এবং র‍্যাডিয়েশন একসঙ্গে দিতে হয়েছিল। সর্বাস্ত ফুলে গিয়েছিল। অস্বস্তি বাড়ছিল। প্রোটিনের জন্য ঠিকঠাক স্বাদও পাচ্ছিলাম না। তবে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এখন নান্নাতিলোভা সুস্থ। ক্যানসার মুক্ত তিনি।

রাহুলের সমালোচকদের কটাক্ষ গম্ভীরের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : ভারতের প্রাক্তন ওপেনার এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর গৌতম গম্ভীর এবার লোকেশ রাহুলের পাশে দাঁড়ালেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ফর্ম হারানোর জন্য সহ-অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া হয় রাহুলকে কা থেকে। অভিজের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে পরপর উইকেট হারানোর পরে লোকেশ রাহুল দলের হাল ধরেন। ভারতও ম্যাচ জেতে। কিন্তু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতীয় ব্যাটাররা ব্যর্থ হন। রাহুল মাত্র ৯ রান করে আউট হন। এগিয়ে আসছে আইপিএল। তার আগে লোকেশ রাহুলের মেন্টর গৌতম গম্ভীর বলছেন, কোনও চাপে নেই রাহুল। আইপিএলে লোকেশ রাহুল প্রমাণিত পারফরমরা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফর্মহীনতার জন্য লোকেশ রাহুল সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। এই সমালোচকদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন পেসার ভেক্টরে্শ প্রসাদও।

জাতীয় দলে লোকেশ রাহুলের স্থান নিয়ে বারংবার প্রশ্ন তুলছিলেন ভারতের প্রাক্তন পেসার। আকাশ চোপড়ার সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাগযুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রসাদ।

ক্রীড়াবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রসাদ বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং আইপিএলের মধ্যে তুলনা করা উচিত নয়। আইপিএলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন লোকেশ রাহুল। লখনউ সুপার জায়ান্টস দলকেও নেতৃত্ব দেবেন তিনি। ২০২২ সালে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে প্লে অফে তুলেছিলেন রাহুল। গম্ভীর বলছেন, এমন একজন প্লেয়ার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যার ৪-৫টা সেক্সুর রয়েছে। এমনকী গত সিজনেও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধেও শতরান করেছিল। আমাদের এখানে বহু মানুষ রয়েছেন। কখনও কখনও প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নিজেদের সক্রিয় রাখার জন্য মশলার দরকার হয়।

আমার সময়ে দু’বার এশিয়া কাপ জিতেছিল ভারত : শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : রবি শাস্ত্রীর ছেড়ে যাওয়া স্কোরে বসেছেন রাহুল দ্রাবিড়। গত ১৬ মাসে দ্রাবিড়ের পারফরম্যান্স যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেলা হয়, তা হলে দেখা যাবে সাফল্যের থেকে ব্যর্থতাই বেশি। তাঁর কোচিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজে ভারত হেরেছে। এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌছতে পারেনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ছিটকে গিয়েছে। সাফল্যও রয়েছে। তবে ব্যর্থতার সংখ্যাই বেশি। নিজের জমানার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শাস্ত্রী বলেন, সময় লাগবে। আমারও সময় লেগেছিল। রাহুলেরও সময় লাগবে। তবে রাহুলের আড্ডাস্টেজ রয়েছে। ও এনসিএ-তে ছিল। এ টিমের সঙ্গে ছিল রাহুল। এখন সিনিয়র দলের সঙ্গে। ওকে সময় দেওয়া দরকার।

চলতি বছরের শেষের দিকে ভারতের মাটিতে হবে পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ। তার পরেই দ্রাবিড়ের চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। তবে বিশ্বকাপে কেমন খেলে ভারতীয় দল তার উপরে নির্ভর করে রয়েছে চুক্তি নবীকরণের দিচ্চা। শাস্ত্রী নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দ্রাবিড়কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, এদেশের মানুষ ট্রফি জয়ের কথাই কেবল মনে রেখে দেয়। শাস্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের মানুষের স্মৃতি খুব ক্ষণস্থায়ী। আমার সময়ে, ভারত দু’ বার এশিয়া কাপ জিতেছিল।

আজ সিরিজ দখলের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি ভারত

চেন্নাই, ২১ মার্চ : বিশাখাপত্তনমের হার এখন অতীত। ওই ম্যাচে দশ উইকেটে হেরেছেন রোহিত শর্মারা। ওই হার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবেই দেখছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বুধবার চেন্নাইয়ে তৃতীয় তথা শেষ একদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। এই ম্যাচ জিতে একদিনের সিরিজের দখল নিতে মরিয়া ভারতীয় দল।

মুম্বাইয়ে প্রথম ওডিআই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার মিচেল স্টার্ক ভারতের ৩ উইকেটতুলে নিয়েছিলেন। বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় ম্যাচেও এই পেসার নিজের আধিপত্য বজায়রাখেন। পাঁচ উইকেট নেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার রোহিত শর্মা ও শুভমান গিলকেদ্রুত ফিরিয়ে দেন এই অজি পেসার। শুধু তাই নয়, সূর্যকুমার যাদব ও কেএল রাহুলকে ফিরিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পিছনে বড় অবদান রাখেন স্টার্ক (মহম্মদ সিরাজকেও আউট করেন)।

শুধু বিশাখাপত্তনমে নয়, জুভাতে বাঁহাতি বোলার মহম্মদ শর্মা মনে করেন না, আমির, শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং টিমম্যানেজমেন্টের এই বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, যখন প্রতিপক্ষ দলের কাছে একজন বোলারদের সামনে ভেঙে পড়েছে।



শর্মা মনে করেন না, টিমম্যানেজমেন্টের এই বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, যখন প্রতিপক্ষ দলের কাছে একজন বোলারদের সামনে ভেঙে পড়েছে।

উইকেট নিতে চাইবেই। সেই প্রতিপক্ষ দলের ভালো বোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, বিপক্ষ দলের ভালো ব্যাটারদের আউট করতো। বাঁ-হাতি বাডানহাতি ব্যাটার তারা দেখে না। উইকেট নেওয়ারটাই তাদের লক্ষ্য থাকে। তবে আমাদেরযে ডানহাতি বোলাররাও সমস্যায় ফেলেন,

আইএসএল চ্যাম্পিয়ন তবুও সংশোধন প্রয়োজন মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফাইনাল ম্যাচটা যুবভারতীতে হলে বোধহয় ৬০ হাজার মানুষের চিংকারে চারদিকের বাড়িগুলির দেওয়ালে ফাটল ধরে যেত। সুদূর মারগাওয়ে পশ্চিত জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে কুড়ি হাজার মানুষের চিচিরাই যেরকম তুঙ্গে ওঠে, তাতেই বোঝা যায়, সে দিন গোয়ার স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে কত সবুজ-মেরুন সমর্থক ছিলেন।

আসলে মুহুুুুটাই ছিল সে রকম। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলায় ১৪ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সবুজ-মেরুন বাহিনীর অস্ট্রেলীয় ফরোয়ার্ড দিমিত্রিয়স পেট্রুটস। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মিনিটে পেনাল্টি থেকেই গোল শোধ করেন সুনীল ছেট্রী। ৭৮ মিনিটে কর্নারে হেড করে দলকে এগিয়ে দেন প্রাক্তন সবুজ-মেরুন তারকা রবি কৃষ্ণা। কিন্তু ৮৫ মিনিটের মাথায় ফের পেনাল্টি পায় এটিকে মোহনবাগান ও তা থেকে ফের সমতা আনেন পেট্রুটস। ২-২ হওয়ার পরেও জয়সূচক গোলের একাধিক সুযোগ হাতছাড়া করে তারা।

অতিরিক্ত সময় গোলশূন্য থাকার পরে ম্যাচ পেনাল্টি শুট আউটে গড়ায়। এটিকে মোহনবাগানের দিমিত্রিয়স পেট্রুটস, লিস্টন কোলাসো, কিয়ান নাসিরি ও মনবীর সিং একের পর এক গোল করে চলে যান। তাঁদের গোলকিপার গোল্ডেন গ্লাভজয়ী বিশাল কয়েথ প্রথমে বেসাল্লুর ক্রনো সিলভার শট আটকাতেই জয়ের উল্লাস শুরু হয় গ্যালারিতে। শেষে সুনীল ছেত্রীর দলের মিডফিল্ডার পাবলো পেলেজ বারের ওপর দিয়ে বল উড়িয়ে দিতেই প্রায় শব্দের বিক্ষোভগ ঘটে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে। এ রকম একটা কল্কর্জিত অথচ অনিশ্চয়তায় ভরা জয়ের পর এমন প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক। আর বঙ্গ ফুটবলপ্রেমীরা যে ফুটবলের জন্য পাগল, সে তো সারা দুনিয়া জানে।

নয় মরশুমে এই নিয়ে চারবার হিরো ইন্ডিয়ান সুপার লিগের খেতাব এল কলকাতায়। ২০১৪-র প্রথমবার, ২০১৬ ও ২০১৯-২০-তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এটিকে এফসি। দুই মরশুম অপেক্ষার পর ফের কলকাতা তাদের প্রিয় দল এটিকে মোহনবাগানকেও চ্যাম্পিয়ন হতে দেখে নিল। তাই এই উল্লাস একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। ফতোরদা স্টেডিয়ামে শুধু নয়, সারা বাংলা, ভারত জুড়ে আনাচে কানাচে সর্বত্র সে দিন সবুজ-মেরুন বাহিনীর সাক্ষ্য উদ্‌যাপন করেন এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের সমর্থকেরা।

লিগ পর্বের চড়াই-উতরাই

এ বারের লিগের শেষটা যে রকম রোমহর্ষক ও ধারাবাহিক সাফল্য দিয়ে করেছে চ্যাম্পিয়ন এটিকে মোহনবাগান, লিগ পর্বে তাদের চলার পথ কিন্তু এতটা মসৃণ ছিল না। এমনকী প্লে অফ পর্বেও ফাইনালের আগে তাদের পারফরম্যান্স সমর্থকদের বেশ চিন্তায় রেখেছিল। কেন্ন চিন্তায় রাখবে না? দুই সেমিফাইনালের একটিতেও নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল করতে পারেনি তারা। হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে প্রথম লেগে ০-০ করার পরে দ্বিতীয় লেগেও একই ফলে শেষ করে তারা। অতিরিক্ত সময়েও কোনও গোল করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি শুট আউটে ৪-৩ জিতে ফাইনালে ওঠে তারা।

একটা সময় যে রকম গোলখরা দেখা গিয়েছিল এটিকে মোহনবাগান শিবিরে, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল আদৌও তারা প্লে-অফ পর্বে উঠতে পারবে কি না। কিন্তু লিগের শেষ বেলায় সঠিক ছন্দ ও ফর্মে ফিরে আসায় অবশেষে বাজিমাত করেন পেট্রুটস, হুগো বুমৌসরা। তাদের লিগপর্বের দৌড় সমর্থকদের কখনওই খুব একটা স্বস্তি দেয়নি। এই জয় তো এই হার, এই কাঁড় সমস্যা তো এই চোট-আঘাত। দুই বিদেশি ফুটবলার জনি কাউন্সে ও ক্লেয়েস্টিন পোগাবকে চোটের জন্য দেশে ফেরতও পাঠিয়ে দিতে হয়।

ফলে ধারাবাহিকতার অভাব খুব বেশি রকমই ছিল তাদের।

মুম্বাই সিটি এফসি যেমন লিগপর্বে টানা ১৮টি ম্যাচে অপরাজিত (১৪টি জয় ও চারটি ড্র) থাকার পর শেষ দুই ম্যাচে হারে, এটিকে মোহনবাগান তার ধারকাছ দিয়েও যায়নি। লিগে দু’বার টানা চারটি করে ম্যাচে অপরাজিত থাকে তারা। এটাই এবারের লিগে তাদের সবচেয়ে ধারাবাহিক হওয়ার নমুনা। ঘরের মাঠে চেন্নাই এফসি-র কাছে ১-২-এ হার দিয়ে শুরু করে তারা। তবে পরের ম্যাচেই দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা এবং কোচিত গিয়ে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ৫-২-এ হারিয়ে আসে।

এই দুর্দান্ত জয়ের আত্মবিশ্বাসই তাদের পরের তিনটি ম্যাচেও অপরাজিত থাকতে সাহায্য করে। যার মধ্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এফসি-র বিরুদ্ধে জয় ও মুম্বাই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র-ও ছিল। এফসি গোয়ার কাছে ০-৩ হারটা ছিল তাদের দ্বিতীয় আলার্ম বেল। পরের তিনটি ম্যাচে তারা ফের জেতে এবং চতুর্থাটিতে ড্র করে। হায়দরাবাদ এফসি, বেসাল্লুর এফসি ও জামশেদপুর এফসি-কে হারায় তারা। ড্র করে ওডিশার বিরুদ্ধে। ফের একটা ধাক্কা আসে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে। তাদের কাছে হারেন প্রীতম কোটারার।

এর পরের ন’টি ম্যাডের মধ্যে মাত্র চারটিতে জেতে তারা। দুটিতে ড্র ও তিনটিতে হার। হায়দরাবাদে গিয়ে ফিরতি লিগে হারের পর তাদের সামনে শেষ দুই ম্যাচ (ফিরতি ডার্বি-সহ) হয়ে ওঠে নক আউটের মতো। জিততে পারলে প্লে অফে উঠতে পারবে তারা, না পারলে ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। সেই জায়গা থেকে প্লে অফে পৌঁছে চ্যাম্পিয়নের ট্রফিও জিতে নেয় তারা। এই অভিযান সত্যিই মনে রাখার মতো।

শক্তি যখন রক্ষণ, দুর্বলতা আক্রমণ

শুরুর দিকে খুব একটা শক্তিশালী না হলেও ক্রমশ ইম্পাতকঠিন হয়ে ওঠে সবুজ-মেরুন রক্ষণ। লিগ পর্বে সবচেয়ে কম গোল খাওয়ার দিক থেকে তারা ছিল দুই নম্বরে, হায়দরাবাদ এফসি-র পরেই। গতবারের চ্যাম্পিয়নারা যেখানে ১৬টি গোল খেয়েছিল, সেখানে এ বারের চ্যাম্পিয়নারা খায় ১৭টি। ১২টি ম্যাচে তারা কোনও গোলই খায়নি। লিগে ন’টি ও প্লে-অফে তিনটি ক্লিনশিট-সহ শেষ করে তারা। মাত্র একটি ম্যাচে দুইয়ের বেশি গোল খেয়েছিল, গোয়ার বিরুদ্ধে ০-৩ হারে।

খামতি একটা নয়, একাধিক। আগামী মরশুমে বেশ কয়েকটি ব্যাপারে নিজেদের শোধরাতে হবে সবুজ-মেরুন শিবিরকে। দিমিত্রিয়স পেট্রুটস ও হুগো বুমৌসের মতো গোলস্কোরার থাকতেও এ বারের হিরো আইএসএলে সব মিলিয়ে ২৪টির বেশি গোল করতে পারেনি এটিকে মোহনবাগান। লিগ পর্বে গোল করার দিক থেকে ইস্টবেঙ্গল এফসি, জামশেদপুর এফসি ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ওপরে, আট নম্বরে ছিল তারা।

এই মরশুমে দলের ২৮টি গোলে অবদান রাখেন দলের আক্রমণ বিভাগের দুই প্রধান স্তম্ভ পেট্রুটস ও বুমৌস। তাঁরা ১৭টি গোল করেন ও ১১টি করান। মোট ন’টি ম্যাচে কোনও গোলই করতে পারেনি এটিকে মোহনবাগান। আসলে গতবারে সফল হওয়া লিস্টন কোলাসো ও মনবীর সিংরা এ বার ব্যর্থ হওয়ার দলের গোলের সংখ্যা অনেক কমে যায়। আশিক কুরুনিয়ান, কিয়ান নাসিরি, ফেরিরেকো গায়েগোরাও গোল করতে পারেননি, যা গোলের সংখ্যার দিক থেকে তাদের অনেক নীচে টেনে নামিয়ে আনে। এমন নয় যে আক্রমণে উঠতে পারেনি বা গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। বরং প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছেন কোলাসোরা। এই ব্যাপারে মুম্বই সিটি এফসি-র পরেই দু’নম্বরে তাদের জায়গা। মোট ২৬০টি গোলের সুযোগ তৈরি করেছে তারা। কিন্তু সেই সুযোগগুলোকে গোলে

পরিণত করার দিক থেকে আট নম্বরে। মাত্র ২৮টি গোল ছিল তাদের বুলিতে। শুরুর দিকে ফেরান্দোর আশা ছিল, গোলের সুযোগ যখন তাঁর দলের ছেলেরা পাচ্ছেন, তখন গোল আসতে শুরু করবেই, কোলাসোরাও গোল পাবেন। কিন্তু সে আর হল না। ফলে পুরো চাপটাই এসে পড়ে পেট্রুটস, বুমৌসদের ওপর। আগামী মরশুমে দুই তারকার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে হবে সবুজ-মেরুন বাহিনীকে। গোলের কনভারশন রেট ও গোলের সংখ্যাও বাড়তে হবে তাদের।

সেরা তারকা বিশাল কয়েথ, গোলকিপার :

গত মরশুমের পর চেন্নাইন এফসি থেকে বিশালকে গোলকিপার হিসেবে নিয়ে আসে সবুজ-মেরুন বাহিনী। এ মরশুমে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখান তিনি। ধারাবাহিক ভাবে টানা ভাল খেলে যান তিনি। গোলের নীচে অতদ্দ প্রহরায় ছিলেন তিনি। একাধিক অবধারিত গোল বাঁচিয়ে যেমন দলকে বহু হারের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তিনি, তেমনই একাধিক পেনাল্টি সেভ করেছেন। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ও ফাইনালে দলের জয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। টাই ব্রেকারে তিনি সেভ করে দলক জিতিয়ে দেন। নজির সৃষ্টিকারী এক ডব্লন ক্লিন শিট রেখে গোল্ডেন গ্লাভও জেতেন তিনি। ফুটবল জীবনে তাঁর সেরা মরশুমে মোট বিপক্ষের মোট ৮৬টি গোলমুখী শটের মধ্যে ৬৭টি সেভ করেছেন তিনি। সেভের সংখ্যায় বেসাল্লুর এফসি-র গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্দুর (৭১) পরেই তিনি। সেভ পারসেন্টেজের (৮২) দিক থেকেও বিশাল দু’নম্বরে, হায়দরাবাদের গুরমিত সিংয়ের পরেই।

সেরা উঠতি তারকা লালরিনলিয়ানা হামতে :

প্রথম এগারোয় বেশি পরিবর্তনে বিশ্বাসী নন দলের কোচ হুয়ান ফেরান্দো। নিরুপায় না হলে ঘনঘন পরিবর্তন করেনও না তিনি। কিন্তু এ বার তাঁর রিজার্ভ বেঞ্চার একজনকে তিনি বারবার মাঠে নামিয়েছেন তাঁর প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্য। এবং তাঁর এই সিদ্ধান্তের প্রচিদানও দিয়েছেন ডিফেন্ডে মিডফিল্ডার লালরিয়ানা হামতো। ফাইনাল-সহ প্লে-অফের সব ম্যাচেই তাঁকে পরিবর্ত হিসেবে নামান ফেরান্দো। সব মিলিয়ে ১৩টি ম্যাচে ডাগ আউট থেকে তাঁকে নামান কোচ। হামতের মধ্যে যে গতি রয়েছে, কখন কোথায় থাকতে হবে, তার জ্ঞান রয়েছে এবং ট্যাকল করার যে দক্ষতা রয়েছে, তা বেশ পছন্দ হয়েছে দলের কোচ ও ফুটবলপ্রেমীদের। মোট ২২৯ মিনিটের উপস্থিতিতে ১১টি ট্যাকল, সাতটি ইন্টারসেপশন ও ছ’টি ব্লক ও একটি ক্লিয়ারেপ রয়েছে তাঁর বুলিতে।

আগামী মরশুমে যা প্রয়োজন :

এ মরশুমে যে ভাবে চোট পেয়ে নির্ভরযোগ্য তারকারা ছিটকে যান দল থেকে এবং জানুয়ারির দলবদলের ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয় এটিকে মোহনবাগানকে, তা মোটেই কাম্বিত ছিল না। চোট-আঘাতের বিষয়টি (ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট) আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। খেলোয়াড়রা অনর্থক অতিরিক্ত বুকি নিচ্ছেন কি না, সেই ব্যাপারে কোচকে খতিয়ে দেখতে হবে। তাছাড়া মরশুমের শুরুর্তেই এমন দল গড়া দরকার, যার গভীরতা থাকবে এবং জানুয়ারির দলবদলের ওপর বেশি নির্ভর করতে হবে না। গোল করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ স্ট্রাইকারও দরকার এই দলে। দিমিত্রিয়স পেট্রুটস ও হুগো বুমৌস জুটির ওপর বড্ড বেশি নির্ভরশীল গোটা দলটা। ২৮টি গোলের মধ্যে ২৪টিতে এই দুই তারকার অবদান রয়েছে। ফলে বোঝাই যায়, এদের ওপর প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই নির্ভরশীল সবুজ-মেরুন বাহিনী। এই বিষয়ে ম্যানেজমেন্টকে ভাবতে হবে। বুমৌস এ বার সব ম্যাচেই যে ভাল খেলেছেন, তা নয়।

ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতের বাজি হার্দিক, বলছেন ওয়াটসন

নয়াদিল্লি , ২১ মার্চ : আইসিসি ট্রফি এবং ভারতীয় দলের দূরত্ব। কবে মিটবে জানা নেই। অপেক্ষা ক্রমশ বাড়ছে। শেষ বার ২০১৬ সালে কোনও আইসিসি ট্রফি জিতেছিল ভারত। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১১ সালে ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ এবং ২০১৬ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এরপর থেকে আইসিসি ট্রফি অধরা। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডে ওডিআই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে বিদায় নেয় ভারত। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও সেমিফাইনালে দৌড় শেষ ভারতের। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে হার। উদ্বোধনী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেও হার। সুযোগ যে আসেনি তা নয়, তবে ট্রফির সঙ্গে দূরত্ব মেটেনি। সামনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। এ বছরের ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপও রয়েছে। ২০১১ সালের পুনরাবু্টি কি হবে? বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কে হয়ে উঠতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন অজি কিংবদন্তি শেন ওয়াটসন।

২০১১ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ অবশ্য ভারত একক ভাবে আয়োজন করেনি। এ বার ভারতই একক ভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে। লক্ষ্য থাকবে ঘরের মাঠের বিশ্বকাপ ট্রফি জেতা। আর এ ক্ষেত্রে ভারতের স্টার হয়ে উঠতে পারেন হার্ডিক পাণ্ডিয়া। এমনটাই মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন। একটি সাক্ষাৎকারে ওয়াটসন বলেছেন, এখন সমতায়।



আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করছে হার্দিক পাণ্ডিয়া। ওর মধ্যে বিশেষ প্রতিভা রয়েছে। অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। ফিটনেসের কারণে হয়তো টেস্ট ক্রিকেটে খেলার সুযোগ পাচ্ছে না, তবে ওর মধ্যে এই ফরম্যাটেও দাপট দেখানোর দক্ষতা রয়েছে।

হার্দিক পাণ্ডিয়ারে এর আগেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন শেন ওয়াটসন। ওডিআই বিশ্বকাপে হার্দিক প্রসঙ্গে বলছেন, রোহিত শর্মার এই দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে হার্দিক পাণ্ডিয়া। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে টেকনিক এবং পাওয়ার। দুই-ই রয়েছে হার্দিকের। তেমনই বল হাতেও কার্যকরী ভূমিকা নেয়। আমার মতে, বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে হার্দিক পাণ্ডিয়া। ভারতীয় দল একজন বিশেষ প্রতিভার অলরাউন্ডার পেয়েছে। হার্দিক পাণ্ডিয়াকে ভবিষ্যতের নেতাও ধরা হচ্ছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জাতীয় দলের নেতৃত্ব সামলেছেন। সদ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে রোহিতের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দেন হার্দিকই। জয় দিয়েই সিরিজ শুরু করেছিল ভারত। বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় ম্যাচে ফেরেন অধিনায়ক রোহিত। যদিও এই ম্যাচে হার ভারতের। সিরিজ এখন সমতায়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্বপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, রাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, রাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66

Printed and Published by Swapan Banerjee on behalf of Communist Party of India, West Bengal State Council from 30/6, Jhowtala Road, Kolkata-700017 and printed at S.S.Enterprise. 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017, Editor : Kalyan Bandyopadhyay, Phone Editing and Reporting : 2265-0756, Press : 2243-4671, Email : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66